Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Magh 16, 1431 Bangla, January 30, 2025, Thursday, No. 30, 55th year

H I G H L I G H T S

Chief adviser Dr Muhammad Yunus has said he expected the political parties to reach a consensus over the 'July Declaration' by early February. (Jago FM: 22)

Chief Advisor's Press Secretary Shafiqul Alam has said the possible date for next general election will depend on the reports of reform process in February. (R. Today: 16)

The press secretary to the chief adviser Shafiqul Alam has said unless Awami League apologises for the massacres, killings and blatant corruption, it will not be allowed to hold protests. (VOA: 09)

Many grassroots leaders and activists of Awami League have said they will not participate in any party programs until the situation returns to normal though the party has called for a strike and blockade in February. (BBC: 04)

Home Affairs Adviser Lt Gen (retd) Md Jahangir Alam Chowdhury has said Bangladesh would bring up past agreements with India signed during Awami League regime that were deemed unequal. (R. Today: 14)

Ambassador Tracey Ann Jacobson, Chargé d'Affaires at the US Embassy in Dhaka, is hosting a series of meetings with political party leaders. (VOA: 10)

ACC says a raid at the office address of the Shuchona Foundation, an organisation run by the daughter of Sheikh Hasina has not turned up any proof of its existence. (Jago FM: 17)

Donald Trump's executive order to suspend US aid abroad is expected to have an impact on the marginalized communities and small entrepreneurs in Bangladesh. (BBC: 03)

BNP Acting Chairman Tarique Rahman has warned that if people lose trust in the party due to the actions of any leader or activist, they will not be spared. (Jago FM: 18)

BNP Standing Committee member Salahuddin Ahmed has said a street protest might be necessary to bring the interim govt back on the right track. (BBC: 06)

The Centre for Policy Dialogue (CPD) says the govt has failed to take significant steps to address irregularities such as extortion, hoarding, and irrational price-fixing of essential commodities. (R. Today: 15)

Director: 44813046	Deputy News Controller: 44813048 44813179	Assistant News Controller: 44813047 44813178

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
মাঘ ১৬, বাংলা ১৪৩১, জানুয়ারি ৩০, ২০২৫, বৃহস্পতিবার, নং- ৩০, ৫৫তম বছর

শিরোনাম

জুলাই ঘোষণাপত্রের ব্যাপারে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে রাজনৈতিকভাবে ঐকমত্যে পৌঁছানোর ব্যাপারে আশা করছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। (জাগো এফএম: ২২)

আগামী ফেব্রুয়ারিতে সংস্কার কার্যক্রমের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই নির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হবে-- বলেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। (রে. টুডে: ১৬)

গণহত্যা, হত্যাকাণ্ড ও দুর্নীতির' জন্য ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগকে বিক্ষোভ করার অনুমতি দেওয়া হবে না -- জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। (ভোয়া: ০৯)

আওয়ামী লীগ ফেব্রুয়ারিতে হরতাল-অবরোধের ডাক দিলেও পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত দলীয় কোনো কর্মসূচিতেই অংশ নেবেন না বলে জানিয়েছেন দলটির তৃণমূল পর্যায়ের অনেক নেতা-কর্মী। (বিবিসি: ০৪)

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ভারতের সঙ্গে সম্পাদিত সব ধরনের অসম চুক্তি নিয়ে আলোচনা হবে -- জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.)। (রে. টুডে: ১৪)

বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি অ্যান জেকবসন। (ভোয়া: ১০)

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের প্রতিষ্ঠা করা সূচনা ফাউন্ডেশনের অফিস ঠিকানায় অভিযান চালাতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব খুঁজে পায়নি দুদক। (জাগো এফএম: ১৭)

বিদেশে মার্কিন সহায়তা স্থগিত করতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশের প্রভাব বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং ছোট ছোট উদ্যোক্তাদের উপর পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। (বিবিসি: ০৩)

কোনো নেতা-কর্মীর কর্মকাণ্ডের কারণে দলের ওপর থেকে মানুষের আস্থা নষ্ট হলে তাকে ছাড় দেওয়া হবে না-- বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের হুঁশিয়ারি । (জাগো এফএম: ১৮)

অন্তবর্তীকালীন সরকারকে সঠিক পথে আনতে রাস্তায় আন্দোলনে নামতে হতে পারে--মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ। (বিবিসি: ০৬)

নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে চাঁদাবাজি বন্ধ ও মজুতদারি বা অযৌক্তি মূল্য নির্ধারণের মতো অনিয়ম মোকাবিলা করতে পারেনি অন্তবর্তীকালীন সরকার -- বলছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। (রে. টুডে: ১৫)

বিবিসি

মার্কিন সহায়তা বন্ধের আদেশে বাংলাদেশে কী প্রভাব পড়বে?

বিদেশে মার্কিন সহায়তা স্থগিত করতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশের প্রভাব অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পড়তে শুরু করেছে। ইতোমধ্যেই দেশটির অর্থায়নে চলমান প্রকল্পের কাজ বন্ধ বা স্থগিত করা হয়েছে, কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মীদের হোম অফিস করার নির্দেশ দিয়েছে বলে জানা গেছে। বিশ্বজুড়ে বৈদেশিক সহায়তায় পরিমাণের দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের অবদান সর্বোচ্চ। ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সাহায্যের জন্য দেশটি ৬৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করেছে। কিন্তু, আমেরিকা ফার্স্ট নীতিকে প্রাধান্য দেয়া ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় যাওয়ার প্রথম দিনেই প্রায় সব বৈদেশিক সহায়তা কর্মসূচি স্থগিত করার নির্বাহী আদেশ জারি করেন। শুধু ইসরায়েল ও মিশরকে এর বাইরে রাখা হয়। আপাতত তিন মাসের জন্য এই স্থগিতাদেশ দেয়া হয়েছে বলে নিশ্চিত হয়েছে বিবিসি। সহায়তার আওতায় থাকা প্রকল্পগুলো বর্তমান মার্কিন প্রশাসনের নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না তা এই সময়ের মধ্যে পর্যালোচনা করে দেখা হবে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বৈদেশিক সহায়তা সংক্রান্ত ওয়েবসাইটের তথ্য বলছে, ২০১৮ সাল থেকে বাংলাদেশকে প্রতিবছর দেয়া সহায়তার পরিমাণ ৫০০ মিলিয়ন বা ৫০ কোটি ডলারের কাছাকাছি। এর আগের বছরগুলোতে আড়াইশো থেকে তিনশো মিলিয়ন ডলারের মার্কিন সহায়তা পেয়েছে বাংলাদেশ। সর্বশেষ ২০২৪ সালে এই সংখ্যাটা প্রায় ৪৯০ মিলিয়ন ডলার। ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট বা ইউএসএইড এর তথ্য বলছে, এই অর্থ যেসব খাতে ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, গণতন্ত্র ও শাসনব্যবস্থা, পরিবেশ ও জ্বালানি এবং মানবিক সহায়তা। এছাড়া, রোহিঙ্গাদের জরুরি সহায়তার জন্যও বরাদ্দ ছিল এতে। অন্যান্য বরাদ্দ বন্ধ হয়ে গেলেও রোহিঙ্গাদের খাদ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমের অর্থায়ন বজায় থাকবে, ইউএসইডের বরাতে এমনটি জানিয়েছে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। কিন্ত, তিন মাসের জন্য অন্যান্য সহায়তা প্রকল্পগুলো থমকে যাওয়া বাংলাদেশের ওপর কী প্রভাব ফেলতে পারে? এতে কারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন?

ইউএসএইডের কার্যক্রম

জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংকের মত বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমেও বিভিন্ন দেশে সহায়তা দিয়ে থাকে যুক্তরাষ্ট্র। তবে, দেশটির সহায়তার উল্লেখযোগ্য অংশ আসে ইউএসএইডের মাধ্যমে। বাংলাদেশে এই সংস্থাটির কার্যক্রমের মূল ক্ষেত্রগুলো হলো:

খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষি

বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রকল্পের কথা বলা হয়েছে ইউএসএইডের তরফে। এর মাধ্যমে পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ মেলে প্রকল্পের আওতাধীন প্রান্তিক মানুষের। এছাড়া, জলবায়ু সহনশীল কৃষি প্রযুক্তি উন্নয়নেও সহায়তা করে তারা। দক্ষিণাঞ্চলে ২৩টি জেলায় এমন প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছিল বলে সংস্থাটির ওয়েবসাইটে উল্লেখ করা হয়েছে।

গণতন্ত্র মানবাধিকার ও শাসন

বাংলাদেশে সুশাসন ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতেও ইউএসএইডের বিভিন্ন প্রকল্প চলমান ছিল। সংস্থাটির মতে, সরকারের প্রতি নাগরিকদের আস্থা বাড়াতে এবং মানবাধিকার রক্ষায় সহায়ক এসব প্রকল্প।

পরিবেশ ও জ্বালানি

পরিবেশ ও জ্বালানি প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং জ্বালানি নিরাপত্তা উন্নয়নে কাজ করার কথা বলছে ইউএসএইড। যা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় সহায়তা করে।

স্বাস্থ্যসেবা

মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে এবং সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে কাজ করে ইউএসএইড। এই প্রকল্পগুলো বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার মান উন্নয়নে সহায়তা করে বলে দাবি তাদের।

শিক্ষা

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে ইউএসএইডের কর্মসূচি পরিচালিত হতো। শিক্ষার্থীদের উন্নত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ করে তারা।

রোহিঙ্গা শরণার্থী সহায়তা

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মানবিক সহায়তায় ভূমিকা পালন করে আসছে যুক্তরাষ্ট্রের সংস্থাগুলো। শরণার্থীদের জন্য খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকে তারা।

প্রকল্প বন্ধ ও স্থগিত করেছে উন্নয়ন সংস্থাগুলো

কর্মসূচির ব্যাপ্তি ও বিপুল কর্মীসংখ্যার কারণে বিশ্বের বৃহত্তম বেসরকারি ও অলাভজনক উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে পরিচিত ব্র্যাক। বাংলাদেশ ভিত্তিক সংস্থাটির কাজ রয়েছে বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে। যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষণার পর বাংলাদেশসহ মোট চারটি দেশে নয়টি কর্মসূচি স্থগিত করেছে সংস্থাটি। ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ বিবিসি বাংলাকে বলেন, বাংলাদেশে মার্কিন অর্থায়নের ছয়টি প্রকল্প স্থগিত করেছেন তারা। "এর মধ্যে তিনটি প্রোজেক্ট সরাসরি আমরা বাস্তবায়ন করি, তিনটি অন্য এনজিও দিয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছিল," বলেন মি. সালেহ। এছাড়া, ইন্দোনেশিয়া,

আফগানিস্তান ও লাইবেরিয়াতে ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনালের চলমান তিনটি প্রজেক্টও আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। "ডাইভারসিটি ইনক্লুশনের (বৈচিত্রের অন্তর্ভুক্তি) প্রজেক্ট থাকলে বন্ধ করতে বলা হয়েছে। আমাদের ডাইভারসিটি ইনক্লুশনের প্রোগ্রাম নাই নির্দিষ্টভাবে। ফলে একেবারে বন্ধ বা বাতিল করতে হয়নি। কিন্তু, ডিরেক্ট ফান্ডের প্রোজেক্টগুলো আপাতত স্থগিত রাখতে হয়েছে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন আসিফ সালেহ। এসব প্রকল্প থমকে যাওয়ার কারণে অন্তত পয়ত্রিশ লাখ মানুষ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন বলে জানান তিনি। ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক মনে করেন, যদি পর্যালোচনার পর প্রকল্পগুলো স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়, সেটি ছোট এনজিওগুলোর জন্য একটা বড় ধাক্কা হবে। যুক্তরাষ্ট্রের তহবিলের ওপর নির্ভরশীল আরেকটি উন্নয়ন সংস্থার একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিবিসি বাংলাকে বলেন, তাদের দুইটি প্রকল্প আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। "সংশ্লিষ্ট কর্মীদের কয়েকজনকে হোম অফিস করতে বলা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই একটা উদ্বেগ তৈরি হয়েছে সবার মধ্যে," যোগ করেন তিনি।

পরিস্থিতি কতটা গুরুতর?

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকেই প্রান্তিক পর্যায়ের কর্মতৎপরতা চালিয়ে আসছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো। বিদেশি অর্থায়নে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনা করে তারা। এসব প্রকল্পে ক্রমশ বেড়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়ন। "কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা কিংবা জলবায়ু সংক্রান্ত যে প্রজেক্টগুলো আমেরিকার অর্থে চলছে, এগুলো যদি বন্ধ হয়ে যায় এই তিন মাসে তো একটা সমস্যা হবেই, যদি রিভিউর পরেও কন্টিনিউ করে সেটা কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্যও ব্যাপক চাপ তৈরি করবে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আইনুল ইসলাম। "প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং ছোট ছোট উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে সরাসরি আঘাত আসতে পারে," যোগ করেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্র চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য তিন মাস নিলেও, বাংলাদেশের জন্য এখনই একটা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে বলে মনে করেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ - সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান। তিনি বলেন, জলবায়ু বা জেন্ডারের মতো ইস্যুতে ট্রাম্পের যে অবস্থান, তাতে রিভিউ'র পরও এই সংক্রান্ত সহায়তার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা কম। অবশ্য, এখনই সব শেষ হয়ে গেল এমন ভাবার পক্ষে নন উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ। "খারাপটা চিন্তা করেই প্রস্তুতি নিতে হবে। তবে, এখনই সব বন্ধ করে দিতে হবে এমন না। প্রজেক্টগুলোকে জাস্টিফাই করার জন্যও তিন মাস সময় পাওয়া গেল," বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। মি. সালেহ বলেন, "ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে যাদের নিয়ে আমরা কাজ করি, তাদের জীবনযাত্রার মান সামাজিক স্থিতিশীলতার ওপর ইমপ্যাক্ট ফেলে। একটা মানুষ যদি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সে আরো দশটা কাজ করবে না যা সমাজের ক্ষতির কারণ হয়।" প্রান্তিক মানুষের জীবনমানের অবনমন হলে তা আঞ্চলিক এমনকি বৈশ্বিক পর্যায়েও অশান্তির কারণ হতে পারে বলে অভিমত তার। যা যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থকেই বিঘ্নিত করবে। "এই গ্রুপ থেকেই ইলিগ্যালি মাইগ্রেট করে, ইলিগ্যালি ট্রাফিকিংয়ের শিকার হয়," যোগ করেন তিনি। এই পর্যায়ের মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বাড়লে, তা দেশের পাশাপাশি আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্যও হুমকি তৈরি করতে পারে বলে উল্লেখ করে মি. সালেহ বলেন, "আগামী তিন মাসে ইউএস গভর্নমেন্টকে এগুলোর ইমপ্যাক্ট আমাদের বোঝাতে হবে।" (বিবিসি ওয়েব পেজ:২৯.০১.২০২৫ রিহাব)

নেতারা 'পলাতক', কীভাবে হরতাল-অবরোধ পালন করবে আওয়ামী লীগ?

বাংলাদেশে গণআন্দোলনের মুখে ক্ষমতা হারানোর প্রায় ছয় মাসের মাথায় অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে বড় ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণা করেছে আওয়ামী লীগ। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকারের পদত্যাগের দাবিতে আগামী ১৬ ও ১৮ই ফেব্রুয়ারি হরতাল-অবরোধের ডাক দিয়েছে দলটি। নিজেদের দাবির পক্ষে জনসমর্থন আদায়ে আগামী পহেলা ফেব্রুয়ারি থেকে পরবর্তী দুই সপ্তাহ সারা দেশে লিফলেট বিতরণ ও বিক্ষোভ-সমাবেশ পালনেরও ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। "জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হওয়া এই অবৈধ সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোনো অধিকার নেই," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দিন নাছিম। এমন একটি সময় আওয়ামী লীগ এই কর্মসূচি ঘোষণা করেছে, যখন দলের শীর্ষ থেকে তৃণমূল পর্যায়ের অধিকাংশ নেতারা হয় কারাগারে, না হয় 'পলাতক' রয়েছেন। এমনকি দলটির সভাপতি ও ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও গত ছয় মাস ধরে ভারতে অবস্থান করছেন। অন্যদিকে, গত পাঁচই আগস্টের পর মামলা-হামলার ভয়ে ঘরছাড়া কর্মীরাও সবাই এলাকায় ফিরতে পারেননি। অল্প যে কয়েকজন ফিরেছেন, তারাও প্রকাশ্যে আসতে চাচ্ছেন না। এ অবস্থায় দলটি কীভাবে হরতাল-অবরোধের মতো রাজপথের কর্মসূচি পালন করবে এবং সেক্ষেত্রে তারা কতটুকু সফল হবে, সেটি নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এদিকে, আওয়ামী লীগ হরতাল-অবরোধ পালনের চেষ্টা করলে সেটি প্রতিহত করা হবে বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা। এর আগে, নূর হোসেন দিবস উপলক্ষে গত দশই নভেম্বর দলীয় কর্মসূচি ঘোষণা করেও শেষ পর্যন্ত রাস্তায় নামতে পারেনি আওয়ামী লীগ। পাল্টা কর্মসূচি দিয়ে সেদিন মাঠ দখলে রেখেছিল বিএনপি-জামায়াত এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীরা। সরকারের পক্ষ থেকে সরাসরি এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানানো না হলেও ফেসবুকের একটি পোস্টে এ নিয়ে সরকারের কঠোর অবস্থানের কথা বলা হয়েছে। "আওয়ামী লীগ যতক্ষণ পর্যন্ত না গণহত্যা, খুন ও দুর্নীতির জন্য ক্ষমা চাইবে, এর জন্য দায়ী নেতাকর্মীদের বিচারের মুখোমুখি করবে এবং বর্তমান নেতৃত্ব ও তাদের ফ্যাসিবাদী আদর্শ থেকে আওয়ামী লীগ যতক্ষণ

সরে না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে কোনো বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করতে দেয়া সম্ভব না," বলেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা

পাঁচই অগাস্ট শেখ হাসিনা সরকার পতনের পর সাংগঠনিকভাবে রীতিমত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল আওয়ামী লীগ। শীর্ষ নেতাদের একটি অংশ জেলে, বাকিরা পলাতক। এ অবস্থায় নেতৃত্বশূন্যতায় চরম দিশেহারা তৃণমূলের নেতাকর্মীরাও বাড়িঘর ছেড়ে আত্মগোপনে চলে যান। কিন্তু গত কয়েক মাসে সেই বিপর্যয় কাটিয়ে আবারও ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে দলটি। দেশে-বিদেশে আত্মগোপনে থাকা নেতাকর্মীদের মধ্যে ইতোমধ্যেই যোগাযোগের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে। তৃণমূলেও কেউ কেউ এলাকায়ও ফিরতে শুরু করেছেন। অন্যদিকে, দ্রব্যমূল্য, আইনশৃঙ্খলাসহ বিভিন্ন ইস্যুতে অর্ন্তবর্তী সরকারের প্রতি সাধারণ মানুষের এক ধরনের হতাশা ও অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে বলে মনে করছে দলটি। ফলে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য এই সুযোগকে কাজে লাগাতে চাচ্ছে আওয়ামী লীগ। "দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, আইনশৃঙ্খলাসহ নানা কারণে দেশের মানুষ আজ অতিষ্ঠ। এই অবৈধ সরকারের হাত থেকে মানুষ মুক্তি চায়, বাঁচতে চায়। তাই মানুষকে রক্ষা করার জন্য, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আমরা এই কর্মসূচি দিতে বাধ্য হয়েছি," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দিন নাছিম। "আমাদের এই লড়াই ক্ষমতা দখলের জন্য নয়, বরং জনতার শাসন প্রতিষ্ঠা করা জন্য," বলেন মি. নাছিম। কিন্তু কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের বেশির নেতা যেখানে কারাবন্দি ও পলাতক রয়েছেন, সেখানে কর্মসূচি সফল হবে কীভাবে? "আওয়ামী লীগ এদেশের মানুষের দল। জনগণের স্বার্থে, জনগণের দাবি আদায়ের জন্য এই আন্দোলন কর্মসূচি। বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষের নৈতিক সমর্থন রয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষরাই এই হরতাল-অবরোধ পালন করবে," বলেন মি. নাছিম। কর্মসূচি সফল করতে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরাও মাঠে থাকবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় এই নেতা। "প্রতিটি এলাকায় আমাদের কর্মী-সমর্থকরা প্রস্তুত রয়েছেন। সাধারণ মানুষের দাবি আদায়ে তারাও মাঠে থাকবেন এবং আমরা শান্তিপূর্ণভাবে এই কর্মসূচি পালন করবো," বলেন বাহাউদ্দিন নাছিম। কর্মসূচি পালনে বাধা দেওয়া হলে পরবর্তীতে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

কী বলছেন তৃণমূলের নেতাকর্মীরা?

গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর মামলা-হামলার ভয়ে দেশের বেশিরভাগ এলাকার আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা গা ঢাকা দিয়েছিলেন। গত কয়েক মাসে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়ে আসায় তাদের কেউ কেউ এখন নিজ এলাকায় ফিরতে শুরু করেছেন। এর মধ্যে ফেব্রুয়ারিতে আওয়ামী লীগের হরতাল-অবরোধের কর্মসূচিকে ঘিরে তৃণমূলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নেতাকর্মীদের অনেকে মনে করছেন যে, নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করে তাদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। যদিও তারা কেউই নাম প্রকাশ করতে চাননি। "মামলা-হামলার ভয়ে আমরা এমনিতেই বাড়িঘরে থাকতে পারতেছি না। এর মধ্যে দলীয় কর্মসূচি পালন করতে যাওয়া মানে নিশ্চিত গ্রেফতার," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন আওয়ামী লীগের ইউনিয়ন পর্যায়ের এক নেতা। তিনি আরও বলেন, "দেশের বাইরে বসে নেতারা তো কর্মসূচি দিয়েই খালাস। তাদের তো মাঠেও নামা লাগবে না, গ্রেফতার-নির্যাতনের শিকারও হতে হবে না। যা কিছু যাবে সব আমাদের ওপর দিয়ে।" একই সুরে কথা বলেছেন তৃণমূলের অন্য নেতারাও। পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত তারা দলীয় কোনো কর্মসূচিতেই অংশ নেবেন না বলেও জানিয়েছেন কেউ কেউ। "কর্মসূচি দিয়েছে ভালো কথা। সিনিয়র নেতারা আগে মাঠে নামুক, তারপর আমরাও নামবো," বলেন তৃণমূলের আরেক আওয়ামী লীগ নেতা। "আমরা আন্দোলন করে সুদিন ফিরিয়ে আনবো, এরপর গায়েবি নেতারা এসে রাজত্ব করবে, কোটি কোটি টাকা কামাবে, এবার সেটা হবে না," বলছিলেন তিনি। তবে কর্মসূচিকে স্বাগতও জানিয়েছেন কেউ কেউ। "এতে কর্মীদের মনোবল বাড়বে, দলও চাঙ্গা হবে," বলেন আওয়ামী লীগের জেলা পর্যায়ের এক নেতা।

প্রতিহত করবে বৈষম্যবিরোধীরা

কর্মসূচি পালনের নামে আওয়ামী লীগ মাঠে নামার চেষ্টা করলে সেটি প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা। "তারা যদি আবার এখানে এসে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির চেষ্টা করে, কোনো ধরনের সন্ত্রাসী কার্যক্রম করার চেষ্টা করে, তাহলে এদেশের মানুষই তাদের প্রতিহত করবে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আব্দুল হান্নান মাসুদ। জুলাই অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া শিক্ষার্থীদের এই প্ল্যাটফর্মটি গত কয়েক মাস ধরেই বলে আসছে, শেখ হাসিনাসহ হত্যা মামলায় অভিযুক্ত আওয়ামী লীগ নেতাদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত দলটিকে তারা রাজনীতি করতে দেবেন না। সেই অবস্থানে এখনও অনড় রয়েছেন বলে জানিয়েছেন সমন্বয়করা। "এদেশের জনগণ আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করেছে সেই পাঁচই আগস্টে। সুতরাং তারা রাস্তায় নামলে এদের মানুষই পিটিয়ে তাদের রাস্তাছাড়া করবে। এজন্য আলাদা কর্মসূচি ঘোষণার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমরা মনে করি না," বলেন মি. মাসুদ। যদিও এর আগে, নূর হোসেন দিবসে আওয়ামী লীগ কর্মসূচি ঘোষণা করার পর পাল্টা কর্মসূচি দিতে দেখা গিয়েছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে।

সরকার যা বলছে

সরকারের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, দল হিসেবে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা না চাওয়া এবং শেখ হাসিনাসহ হত্যা মামলায় অভিযুক্ত নেতাদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগকে রাজপথের রাজনীতিতে সক্রিয় হতে দেওয়া হবে না। "বিশ্বের কোনো দেশই খুনি ও দুর্নীতিবাজদের পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসার সুযোগ দেয় না। অন্তর্বর্তী সরকারও দেশের জনগণের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করে এবং হত্যাকারীদের নেতৃত্বে যে কোনো প্রতিবাদকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করবে," আওয়ামী লীগের কর্মসূচি ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় বুধবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুকের অ্যাকাউন্টের একটি পোস্টে লিখেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। "আওয়ামী লীগ ও তাদের ব্যানারে অন্য কেউ অবৈধ প্রতিবাদ করতে চাইলে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে," ওই পোস্টে লিখেছেন মি. আলম। তিনি দাবি করেছেন, শপথ গ্রহণের পর অন্তর্বর্তী সরকার ন্যায়সঙ্গত কোনো প্রতিবাদ বা বিক্ষোভে বিধি-নিষেধ আরোপ করেনি। উল্লেখ্য, জুলাই-অগাস্টের সহিংসতা ও প্রাণহানির ঘটনায় আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে কয়েকশ' হত্যা মামলা হয়েছে। ওইসব মামলায় দলের কয়েক ডজন নেতাকে ইতোমধ্যে গ্রেফতার করে কারাগারেও পাঠিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এছাড়া আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাসহ বিদেশে অবস্থানরত ও পলাতক অর্ধশতাধিক নেতার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৯.০১.২০২৫ রিহাব)

ইজতেমা ময়দানের নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে: আইজিপি

বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক বা আইজিপি বাহারুল আলম জানিয়েছেন, সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবার ইজতেমা ময়দানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আগের চেয়ে আরও বেশি জোরদার করা হয়েছে। বুধবার টঙ্গীতে বিশ্ব ইজতেমা ময়দানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন। রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা বাসসের খবরে এই তথ্য জানানো হয়েছে। আইজিপি মি. আলম বলেছেন, "পুলিশ সকলের সহযোগিতায় যেকোনো ধরনের নাশকতা মোকাবিলায় সক্ষম।" তিনি জানান, টঙ্গীর ইজতেমা ময়দান ও আশপাশের এলাকার নিরাপত্তায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ নিয়োজিত থাকবে। এছাড়াও বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট, সোয়াট টিম, ডগ স্কোয়াড, বিস্ফোরক টিম, ক্রাইম সিন ভ্যান, চুরি, ছিনতাই ও পকেটমার প্রতিরোধ টিম এবং নৌ টহল থাকবে। এছাড়া রেলওয়ে স্টেশনেও বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। পুলিশ প্রধান জানান, ইজতেমা ময়দান পুরোপুরি সিসিটিভির আওতায় থাকবে। ড্রোন এবং ওয়াচ টাওয়ারের মাধ্যমে পুরো ইজতেমা ময়দানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হবে। টঙ্গীতে আগামী ৩১শে জানুয়ারি থেকে ৫ই ফেব্রুয়ারি প্রথম পর্বে এবং ১৪ থেকে ১৬ই ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় পর্বে বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠিত হবে। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৯.০১.২০২৫ রিহাব)

আমাদের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়াতে বহু মহল তৈরি হচ্ছে: তারেক রহমান

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, "আমাদের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য বিভিন্ন মহল বিভিন্নভাবে তৈরি হচ্ছে, প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে। এরই মধ্যে আমরা সেইগুলো দেখতে পাচ্ছি।" বুধবার বিকেলে যশোরে বিএনপির এক এক কর্মশালায় ভার্চুয়ালি অংশ নিয়ে এসব কথা বলেন দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। তিনি এসময় বলেন, "শত্রুপক্ষ বলেন বা প্রতিপক্ষ বলেন, সেগুলো তারা করবেই। দেশের ভেতরে-বাইরে করবে। এগুলো আমরা ফেস করবো। কিন্তু জনগণের আস্থা ধরে রাখার দায়িত্ব আমাদের, জনগণের না।" বিগত আওয়ামী লীগ সরকারে শাসনামলের চুরি- দুর্নীতির প্রসঙ্গ টেনে মি. রহমান বলেন, "অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বলেছে চুরি-দুর্নীতি করে বিগত সরকার সব সাফা করে দিয়ে গেছে। বিচার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। এই অবস্থায় আগামীতে যারা দেশের দায়িত্ব পাবে, তাদের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অত্যন্ত কষ্ট হবে। এই কষ্ট হাসিমুখে সহজ করতে পারবো যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকি," যোগ করেন তিনি। তিনি বলেন, "যে রাজনৈতিক দলগুলো গণতান্ত্রিক আন্দোলনে একসাথে সংগ্রাম করেছি, অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করেছি, জেল-জুলুম সহ্য করেছি সে সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। বড় দল হিসেবে বিএনপির সবচেয়ে বড় দায়িত্ব ঐক্য ধরে রাখা এবং ৩১ দফা বাস্তবায়ন করা," যোগ করেন তিনি। (বিবিসি ওয়েব পেজ:২৯.০১.২০২৫ রিহাব)

সরকারকে 'সঠিক পথে আনতে' আন্দোলনে নামার ইঙ্গিত বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিনের

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সঠিক পথে আনতে রাস্তায় আন্দোলনে নামতে হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেছেন, "আমরা যদি সরকারকে সফল হতে দিতে চাই তাহলে সরকারকে গাইড করার জন্য যথেষ্ট সমালোচনা করতে হবে। এমনকি আমাদের সড়কে আন্দোলনও করতে হতে পারে সরকারকে সঠিক রাস্তায় নিয়ে আসার জন্য।" বুধবার রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এ মন্তব্য করেন তিনি। বিএনপি নেতা মি. আহমেদ বলেন, "সরকার মাত্রই সিদ্ধান্তের মধ্যে ভুল করতে পারে। তারা যে সব সিদ্ধান্ত নির্ভুলভাবে নেবে এটা তো সঠিক নয়। ভুল তাদেরও হতে পারে। কিন্তু সেটা সঠিকভাবে পরিচালনা করার দায়িত্ব এদেশের সাংবাদিক সমাজেরও আছে। রাজনৈতিক দলগুলোরও রয়েছে।" তিনি বলেন, "আমরা সামনের দিনে কী কী সংস্কার চাই, কীভাবে নির্বাচন চাই, কখন নির্বাচন চাই, এই সরকারের সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্তহীনতার কারণে এগুলো নিয়ে এখন প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে।" মি. আহমেদ বলেন, "সেই জায়গা থেকে আমরা এখন দলের পক্ষ থেকে চিন্তা করছি সরকারের কিছু ভুল শুধরিয়ে সঠিক রাস্তায় এনে গণতান্ত্রিক রাস্তা বিনির্মাণের জন্য এবং একটি নির্বাচিত

রাজনৈতিক সরকারের পথ পরিষ্কার করার জন্য আমরা কিছু পদক্ষেপ নেবো। সেটাকে সরকার আন্দোলনও বলতে পারে, সমালোচনা বলতে পারে", যোগ করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৯.০১.২০২৫ রিহাব)

আগামী নির্বাচনের স্পষ্ট দুটি তারিখ দিয়েছে সরকার: প্রেস সচিব

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য স্পষ্ট দুটি তারিখ দিয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। বুধবার ঢাকার ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, "সরকারের অবস্থান স্পষ্ট। মধ্য ফেব্রুয়ারিতে সব সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট চূড়ান্ত হবে। তারপরই সংস্কারের কাজ শুরু হবে। যদি নূন্যতম সংস্কার হয় তাহলে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন হবে। আর যদি আরেকটু বেশি সংস্কারের দরকার হয় তাহলে ২০২৬ সালের জুনের মধ্যে আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এটি সরকার প্রধান নিজেও বলেছেন।" তিনি বলেন, "নির্বাচন কমিশন স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। তারা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করবে। তবে ভোটের তারিখ কবে হবে সেটি নির্ভর করবে সংস্কারের ওপর।" এই সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের কর্মসূচি নিয়েও কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের বিচার না হওয়া পর্যন্ত তাদের কোনো ধরনের কর্মসূচি পালন করতে দেয়া হবে না। এটা সরকারে কঠোর ও স্পষ্ট অবস্থান। ক্লিন ইমেজের কেউ যদি আওয়ামী লীগের রাজনীতি করতে চায় তাহলে তাদের নিজ দলের অপকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে ফিরতে হবে। দলের অপকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে রাজনীতিতে ফিরতে হবে, যুক্ত করেন তিনি। জয়পুরহাটে নারী ফুটবল খেলা বন্ধ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রেস উইংয়ের সদস্য আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেন, "মেয়েদের ফুটবল খেলাকে প্রমোট করতে চায় এই সরকার। ঐ ঘটনাকে সরকার খুব সিরিয়াসলি নিয়েছে। ঘটনাটি স্থানীয় প্রশাসনকে গুরুত্বের সাথে দেখতে বলা হয়েছে। এ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য সমাধান চায় সরকার।" সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, সাংবাদিকদের অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড নিয়ে নতুন নীতিমালার সুপারিশও করা হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে। এছাড়া সমসাময়িক নানা ইস্যুতে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেয় প্রেস উইং। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৯.০১.২০২৫ রিহাব)

আওয়ামী লীগের হরতাল-অবরোধ ঘিরে কঠোর হবে সরকার: প্রেস সচিব

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, আওয়ামী লীগ যদি গণহত্যা, হত্যাকাণ্ড ও দুর্নীতির জন্য ক্ষমা না চায়, যতক্ষণ না তাদের দোষী নেতাকর্মীদের বিচারের মুখোমুখি না হয় এবং যতদিন পর্যন্ত দলটির বর্তমান নেতৃত্ব ফ্যাসিবাদী আদর্শ থেকে বের না হয়ে আসে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কোন কর্মসূচি পালন করতে দেয়া সম্ভব না"। তিনি প্রশ্ন রাখেন, "মিত্রবাহিনী কি নাৎসিদের প্রতিবাদ করতে দিয়েছিল?" ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের শুরু থেকে হরতাল, অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণার পরদিন নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পোস্টে এ কথা জানান প্রেস সচিব মি. আলম। পোস্টে তিনি লিখেন, "দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে অন্তর্বর্তী সরকার কোনো ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদ বন্ধ করেনি। গত সাড়ে পাঁচ মাসে শুধুমাত্র ঢাকাতেই অন্তত ১৩৬টি প্রতিবাদ হয়েছে। এর কিছু প্রতিবাদ ব্যাপক যানজটের কারণ হয়েছে। তবুও, অন্তর্বর্তী সরকার কখনো প্রতিবাদে কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করেনি"। জুলাই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, জুলাই ও আগস্ট মাসের ভিডিও ফুটেজ স্পষ্টভাবে দেখায় যে, আওয়ামী লীগের কর্মীরা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারীদের হত্যাকাণ্ডে জড়িত। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগই জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত গণহত্যা, হত্যাকাণ্ড ও সহিংসতার জন্য দায়ী। তিনি প্রশ্ন রাখেন ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ দলকে কি প্রতিবাদের সুযোগ দেওয়া উচিত? প্রেস সচিব লিখেন, "বিশ্বের কোনো দেশই খুনি ও দুর্নীতিবাজদের পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসার সুযোগ দেয় না। অন্তর্বর্তী সরকারও দেশের জনগণের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করে এবং হত্যাকারীদের নেতৃত্বে যে কোনো প্রতিবাদকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করবে। আমরা দেশকে সহিংসতার দিকে ঠেলে দিতে পারি না। আওয়ামী লীগ ও তাদের ব্যানারে অন্য কেউ অবৈধ প্রতিবাদ করতে চাইলে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে"। (বিবিসি ওয়েব পেজ:২৯.০১.২০২৫ রিহাব)

শিবলী রুবাইয়াতসহ এসইসির বর্তমান ও সাবেক নয় জনের পাসপোর্ট বাতিল

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান শিবলী রুবাইয়াত উল ইসলামসহ নয় জনের পাসপোর্ট বাতিল করেছে সরকার। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা বিবিসি বাংলাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ঐ সূত্র জানিয়েছে, "পনেরো-বিশ দিন আগে তাদের পাসপোর্ট বাতিল করা হয়েছে। একইসাথে তারা যাতে দেশত্যাগ করতে না পারে সেজন্য ইমিগ্রেশনে ব্লক করে দেয়া হয়েছে"। অন্য আট জন হলেন বিএসইসির সাবেক কমিশনার শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক মাহবুবুল আলম, সাইফুর রহমান ও রেজাউল করিম, পরিচালক শেখ মাহবুব উর রহমান ও মোহাম্মদ মাহমুদুল হক, অতিরিক্ত পরিচালক এস কে মো. লুৎফুল কবির এবং যুগ্ম পরিচালক মো. রশীদুল আলম। এই নয়জনের বিরুদ্ধে অভিযোগে বলা হয়েছে যে বিএসইসিতে থাকাকালীন তারা শেয়ার বাজারে লুটপাটে সহায়তা এবং অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন। (বিবিসি ওয়েব পেজ:২৯.০১.২০২৫ রিহাব)

তিন বিভাগীয় কমিশনারসহ আট জনকে তলব করেছে হাইকোর্ট

আদেশ না মানায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনার তিন বিভাগীয় কমিশনার, তিন জেলা প্রশাসক এবং দুই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে তলব করেছে হাইকোর্ট। আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারি স্বশরীরে আদালতে হাজির হয়ে অবৈধ ইটভাটা বন্ধের আদেশ পালন না করার বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে হবে সরকারি এই কর্মকর্তাদের। আজ বুধবার হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ এ আদেশ দেয়। যাদের হাজির হতে বলা হয়েছে তারা হলেন নীলফামারী, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক এবং সাভার ও ধামরাই উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা। আবেদনকারী আইনজীবী মনজিল মোরসেদ জানান, সারা দেশের অবৈধ ইটভাটা বন্ধে ২০২২ সালের নভেম্বর এবং ২০২৪ সালের নভেম্বরে দেয়া হাইকোর্টের নির্দেশনা অমান্য করায় তাদের তলব করা হয়েছে। সারা দেশে লাইসেন্সবিহীন অবৈধ ইটভাটার কার্যক্রম বন্ধে ২০২২ সালে জনস্বার্থে হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ নামে একটি সংগঠন একটি রিট করে। ওই রিটের শুনানি শেষে ২০২২ সালের নভেম্বরে অবৈধ ইটভাটার কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। (বিবিসি ওয়েব পেজ:২৯.০১.২০২৫ রিহাব)

খুলনা বিভাগের ট্যাংক লরি শ্রমিকদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার

টানা তিন দিনের কর্মবিরতি প্রত্যাহার করেছে খুলনা বিভাগীয় ট্যাংক লরি শ্রমিক ইউনিয়ন। প্রশাসনের আশ্বাসে বুধবার সকাল থেকে তারা কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে নেয়। গত রোববার থেকে খুলনা বিভাগীয় ট্যাংকলরি শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আলী আজিমের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কর্মবিরতি শুরু করে ট্যাংক লরি শ্রমিকরা। খুলনা বিভাগীয় ট্যাংক লরি শ্রমিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি মো. মোশারফ হোসেন সাংবাদিকদের জানান, "খুলনার পুলিশ কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের আশ্বাসে সকাল থেকে কর্মবিরতি তুলে নিয়েছি। সকাল থেকে তেল লোড করা শুরু হয়েছে"। তিনি বলেন, "প্রশাসন থেকে বলা হয়েছে আমাদের সাধারণ সম্পাদক আলী আজিমের জামিন প্রক্রিয়ায় তারা যথাযথ সহায়তা করবে"। কর্মবিরতি ঘোষণার পর খুলনার কাশিপুর এলাকায় রাষ্ট্রায়ত্ত পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা অয়েল ডিপো থেকে জ্বালানি তেল উত্তোলন ও পরিবহন বন্ধ হয়ে যায়। ফলে খুলনা ও ফরিদপুর অঞ্চলের ১৪টি জেলায় তেল সরবরাহ ব্যাহত হয়। (বিবিসি ওয়েব পেজ:২৯.০১.২০২৫ রিহাব)

সীমান্তে হত্যা যেভাবেই হোক বন্ধ করতে হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবঃ) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে হত্যা যেভাবেই হোক বন্ধ করতে হবে। আগামী ১৭ থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লিতে ৫৫তম বিজিবি - বিএসএফের মহাপরিচালক পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে, ঐ বৈঠকে এ বিষয়টিই সবচেয়ে প্রাধান্য পাবে বলে তিনি জানিয়েছেন। এ নিয়ে বুধবার সাংবাদিকদের ব্রিফ করার সময় মি. চৌধুরী বলেছেন, বিএসএফ, ভারতীয় নাগরিক ও ভারতীয় উস্কানিতে সীমান্ত হত্যা ও সীমান্তে নিরস্ত্র নাগরিকদের ওপর গুলি চালানো বন্ধের ব্যাপারে আলোচনা হবে। "সীমান্তে হত্যা যেভাবেই হোক তাদের বন্ধ করতে হবে। অনেক সময় দেখা গেছে বিএসএফ কর্তৃক তাদের দৃষ্কৃতকারীরা আমাদের বাংলাদেশের নাগরিকদের ধরে নিয়ে যায় বর্ডার থেকে কৃষিকাজ করার সময়, এটা যেভাবে হোক বন্ধ করে যাতে (আর) না হয় সে আলোচনা হবে" বলেন মি. চৌধুরী । ভারতীয় নাগরিকরা অনেক সময় সীমানা লঙ্ঘন করে উল্লেখ করে মি. চৌধুরী বলেন, "অবৈধভাবে পারাপারের চেষ্টা করে তারা (ভারতীয় নাগরিকরা), এ জিনিস যেন না হয় সেটা আলোচনা হবে।" সীমান্তের ১৫০ গজের ভিতরে দুই দেশ কী করতে পারে এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "কতগুলি কাজ আছে, যেগুলো করার নিয়ম নাই ওইগুলি অনেক সময় তারা করতে চায়। কিছু কাজ আছে যেটা করতে হলে দুই দেশের পারমিশন লাগে। এটা যেন অনুমতি নিয়ে করে আলোচনা হবে।" এছাড়া মাদক পাচার, সীমান্ত পিলারসহ নানা ইস্যুতে বিজিবি- বিএসএফের বৈঠকে আলোচনা হবে বলে জানান তিনি। বাংলাদেশের নদীর পানি যাতে সুষম বন্টন হয় এবং পানিচুক্তি বাস্তবায়ন কিভাবে করা যায় সেগুলো আলোচনা হবে বলে জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। (বিবিসি ওয়েব পেজ:২৯.০১.২০২৫ রিহাব)

ভয়েস অব আমেরিকা

রানিং স্টাফদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার, দেশে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক

বাংলাদেশ রেলওয়ের রানিং স্টাফরা কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে নেওয়ায় রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ট্রেন চলাচল আবার শুরু হয়েছে। বুধবার (২৯ জানুয়ারি) ভোরে ঢাকার কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। কমলাপুরের স্টেশনমাস্টার আনোয়ার হোসেন বলেন, আজ ভোর ৪টা ৪০ মিনিট থেকে এই ট্রেন চলাচল শুরু হয়। দেশের অন্য স্টেশন থেকেও ট্রেন ছেড়েছে। এখন পর্যন্ত কোথাও কোনো গোলযোগের খবর নেই। মঙ্গলবার (২৮ জানুয়ারি) গভীর রাতে রেলওয়ে উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান, বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীদের নেতা এবং রেলওয়ে রানিং স্টাফদের নেতাদের মধ্যে বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত হয়। রাত পৌনে ৩টায় রানিং স্টাফরা কর্মবিরতি প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়। বাংলাদেশ রেলওয়ে রানিং স্টাফ ও শ্রমিক ইউনিয়নের মহাসচিব মজিবুর রহমান বলেন, বুধবার অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আমাদের সমস্যা সমাধানের অঙ্গীকার করেছেন রেলওয়ে উপদেষ্টা। আমরা কোনো জনদুর্ভোগ চাই না, আমরা দুঃখিত। আমরা কর্মবিরতি থেকে সরে এসেছি। রানিং স্টাফ ভাইদের কাজে ফিরে যেতে অনুরোধ করছি। এরপর রাজশাহী রেলস্টেশন থেকে ২টি ট্রেন ছেড়ে যায়। এছাড়া, বুধবার ভোরে আন্তঃনগর বলাকা (ঢাকা থেকে

মোহনগঞ্জ), ধূমকেতু, সোনার বাংলাসহ কয়েকটি আন্তঃনগর ট্রেন এবং জয়দেবপুর কমিউটার ট্রেন কমলাপুর থেকে ছেড়ে গেছে। মাইলেজের ভিত্তিতে পেনশন ও আনুতোষিক দেওয়া এবং নিয়োগপত্রের দুই শর্ত প্রত্যাহারের দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতিতে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন রেলওয়ের রানিং স্টাফরা। ২৭ জানুয়ারির মধ্যে দাবি মানার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন তারা। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে দাবি পূরণ না হওয়ায় রানিং স্টাফরা কর্মবিরতি শুরু করেন। এ কারণে সোমবার (২৭ জানুয়ারি) মধ্যরাতের পর ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। মঙ্গলবার সারা দেশে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে রেলে ভ্রমণ করতে আসা যাত্রীরা চরম বিপাকে পড়েন। দেশের বিভিন্ন স্টেশনে বিক্ষোভ করেন যাত্রীরা। রেলওয়ের রানিং স্টাফদের মধ্যে আছেন ট্রেনের চালক, সহকারী চালক, গার্ড ও টিকিট পরিদর্শকেরা।(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৫ এলিনা)

ইভ্যালির এমডি রাসেল ও তার স্ত্রীর ২ বছরের কারাদণ্ড

প্রতারণার মামলায় ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ইভ্যালির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ রাসেল ও প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান তাঁর স্ত্রী শামীমা নাসরিনকে ২ বছর করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। বুধবার (২৯ জানুয়ারি) ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট পার্থ ভদ্র এ রায় দেন। কারাদণ্ডের পাশাপাশি তাদের ১০ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ২ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। বাদীপক্ষের আইনজীবী তৌসিফ মাহমুদ জানান, অভিযুক্তরা পলাতক রয়েছেন। আদালত তাদের বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানাসহ গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে। মামলা সূত্রে জানা গেছে, ইভ্যালি বিভিন্ন মাধ্যমে চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন দিয়ে বিভিন্ন পণ্য বিক্রয় করে। এতে আকৃষ্ট হয়ে তৌফিক মাহমুদ তাদের প্রতিষ্ঠান থেকে ২০২১ সালের ২০ মার্চ ইয়ামাহা আর ওয়ান ফাইভ বাইক অর্ডার করেন। যার মূল্যবাবদ ২ লাখ ৪৫ হাজার টাকা পরিশোধ করেন। ৩ এপ্রিল তিনি ইয়ামাহা আর ওয়ান ফাইভের আরও ২টি বাইক অর্ডার করেন। যার মূল্যবাবদ ৫ লাখ ৯০ হাজার টাকা পরিশোধ করেন। তবে কর্তৃপক্ষ ৪৫ দিনের মধ্যে বাইক ৩টি সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়। পরে তিনি ধানমন্ডি অফিসে যোগাযোগ করেন। কর্তৃপক্ষ ২টি চেক প্রদান করে। তবে ব্যাংক হিসাবে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ না থাকায় চেকটি নির্ধারিত তারিখে ব্যাংকে জমা না দিতে অনুরোধ করা হয়। অভিযুক্তদের কথা বিশ্বাস করে তিনি চেকটি ব্যাংকে জমা দেননি। পরবর্তীতে তৌফিক মাহমুদ ১৪ লাখ ১০ হাজার টাকা আদায়ের জন্য তাগাদা দিতে থাকেন। তবে তারা কোনো টাকা তাঁকে ফেরত দেননি। পরবর্তীতে লিগ্যাল নোটিশ পাঠিয়েও কাজ হয়নি। এ ঘটনায় তৌফিক মাহমুদ আদালতে রাসেল ও শামীমার বিরুদ্ধে মামলা করেন। এ মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের ২৮ অগাস্ট অভিযোগ গঠন করা হয়। ২ জন সাক্ষী আদালতে সাক্ষ্য দেন। এর আগে ২০২৪ সালের ২ জুন চট্টগ্রামের একটি আদালত রাসেল ও শামীমাকে আরেকটি প্রতারণার মামলায় ১ বছর করে কারাদণ্ড দেয়। একই বছর ১৯ ডিসেম্বর ঢাকার একটি আদালত রাসেলকে ২ বছর ও শামীমাকে ১ বছর করে কারাদণ্ড দেয় আরেকটি মামলায়। ২০২১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর প্রতারণা ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে রাজধানী ঢাকার মোহাম্মদপুরের বাসা থেকে রাসেল ও শামীমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে দুজন জামিনে মুক্ত হন। তবে এ মামলায় তাঁরা পলাতক রয়েছেন। গ্রাহকদের টাকা প্রতারণামূলকভাবে আত্মসাতের অভিযোগে তাদের ২ জনের বিরুদ্ধে সারা দেশে অসংখ্য মামলা রয়েছে।(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৫ এলিনা)

ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগকে বিক্ষোভ করতে দেওয়া হবে না: শফিকুল আলম

গণহত্যা, হত্যাকাণ্ড ও দুর্নীতির জন্য ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগকে বিক্ষোভ করার অনুমতি দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি লিখেছেন, "আমরা দেশকে সহিংসতার দিকে ঠেলে দেওয়ার কোনো ধরনের প্রচেষ্টাকে সুযোগ দেব না।" আওয়ামী লীগ মঙ্গলবার (২৮ জানুয়ারি) রাতে দলের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজের মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি মাসে প্রচারপত্র বিলি, অবরোধ ও হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করে। এর প্রেক্ষিতে বুধবার (২৯ জানুয়ারি) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে এ কথা লেখেন তিনি। সরকারে থাকাকালে আওয়ামী লীগের অপকর্মের বিবরণ দিয়ে শফিকুল আলম লিখেছেন, "যতক্ষণ না আওয়ামী লীগ এই গণহত্যা, হত্যাকাণ্ড এবং প্রকাশ্য দুর্নীতির জন্য ক্ষমা না চাইবে এবং যতক্ষণ না তাদের অন্যায়কারী নেতাকর্মীরা বিচার ব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করে তাদের অপরাধের জন্য বিচারকার্যের প্রক্রিয়া শুরু করে পাপমোচন করতে উদ্যোগ না নেবে এবং যতক্ষণ না আওয়ামী লীগ তাদের বর্তমান নেতৃত্ব ও ফ্যাসিবাদী আদর্শ থেকে নিজেকে আলাদা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিক্ষোভ করার অনুমতি দেওয়া হবে না।" অগাস্টে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে অন্তর্বর্তী সরকার কোনো নায্য বিক্ষোভ বন্ধ বা নিষিদ্ধ করেনি জানিয়ে তিনি লিখেছেন, "আমরা সমাবেশ করার স্বাধীনতা এবং সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। আজ সকালে গণমাধ্যমের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত সাড়ে পাঁচ মাসে কেবল ঢাকায় কমপক্ষে ১৩৬টি বিক্ষোভ হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি বিক্ষোভের ফলে ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়েছে। তবুও, সরকার কখনো বিক্ষোভ-সমাবেশের ওপর কোনও বিধিনিষেধ আরোপ করেননি।" আমাদের কি ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগকে বিক্ষোভ করার সুযোগ দেওয়া উচিত? প্রশ্ন রেখে প্রেস সচিব লিখেছেন, "জুলাই-অগাস্টের ভিডিও ফুটেজে স্পষ্ট দেখা যায় যে আওয়ামী লীগের কর্মীরা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের হত্যায় অংশ নিয়েছিল। তাদের পরিচালিত হত্যাকাণ্ডে শহিদ হয়েছেন কয়েক শ তরুণ শিক্ষার্থী, এমনকি নাবালক শিশুরাও। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় গণহত্যা, খুন ও তাণ্ডবের জন্য দায়ী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের দলীয় সরকার।" আওয়ামী

লীগের ফেসবুক পেজে নির্যাতন ও নিপীড়নের প্রতিবাদ এবং দেশের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন দাবিতে ১ থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি লিফলেট বা প্রচারপত্র বিলি, ৬ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ, ১০ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ, ১৬ ফেব্রুয়ারি অবরোধ এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা সর্বাত্মক কঠোর হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশের অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলমের মন্তব্যের বিষয়ে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "উনি (অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব) রাজনীতিবিদদের অসম্মান করে কথা বলেন। এ ধরনের কথা বলার কোন ম্যান্ডেট কি উনার আছে? আওয়ামী লীগ গণতান্ত্রিক চেতনায় সমৃদ্ধ রাজনৈতিক দল। আওয়ামী লীগ কি কোন নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল? তারপরেও তিনি আওয়ামী লীগকে রাজনীতি করতে দেবেন না। এটা কোন পরিভাষায় তিনি কথা বলেন?" অন্তবর্তীকালীন সরকারের এ ধরনের কঠোর অবস্থানের পরেও আওয়ামী লীগের কর্মসূচি থাকবে কিনা বা কিভাবে পালন করবেন জানতে চাইলে আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম বলেন, "আমরা জনগণের কাছে আমাদের জবাব দিব। জনগণের সঙ্গে কথা বলব। আমরা তো কোন অনির্বাচিত ও অসংবিধানিক সরকারের কাছে ক্ষমা চাইবো না। তাদের নির্দেশে তো আমরা চলি না।" তিনি আরও বলেন, "জনগণ চাইলে তাদের কাছে আমরা জবাবদিহি করবো। জনগণের কাছে গিয়ে জবাবদিহি করতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের দল আওয়ামী লীগ। এটাই আমাদের ৭৫ বছরের ইতিহাস। আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে সমালোচনা করার অধিকার বাংলাদেশের মানুষের আছে। দেশের গণমাধ্যমেরও আছে। কিন্তু কোন ব্যক্তির আঙুলি হেলনে একটি দল পরিচালিত হতে পারে না। কোন সরকারি কর্মকর্তার নির্দেশে রাজনৈতিক দল বা রাজনীতিবিদরা কথা বলবেন, এটা দেশের মানুষও আশা করে না।" এদিকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে বলেছেন, আওয়ামী লীগ ১৬ বছর ধরে দমন-পীড়ন চালালেও প্রতিশোধ নেওয়া বিএনপির লক্ষ্য নয়। বরং এর জবাব হবে দলের ৩১ দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমে। ২৯ জানুয়ারি ৩টি ভার্চুয়াল কর্মশালায় দেওয়া বক্তব্যে তিনি বলেন, "আমি বিশ্বাস করি, আওয়ামী লীগের দমন-পীড়নের প্রকৃত প্রতিশোধ হলো আমাদের ৩১ দফা রূপরেখা বাস্তবায়ন করা।" তারেক রহমান বলেন, "যেকোনো নির্যাতিত ব্যক্তি নিপীড়কদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চায়—আপনারা চান, আমিও চাই, সবাই চায়। তবে আমার মনে হয় বিএনপির সবাই একমত হবেন যে, আমাদের প্রকৃত প্রতিশোধ হবে ৩১ দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমে।" এদিকে অন্তবর্তী সরকারের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম ২৫ জানুয়ারি বলেছেন, "দেশবিরোধী আওয়ামী ফ্যাসিবাদীদের আর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না। আওয়ামী লীগ যদি ফেরত আসে, তাহলে আবার ফ্যাসিবাদ ফেরত আসবে।" মাহফুজ আলম বলেন, "বিএনপি-জামায়াতসহ অন্য রাজনৈতিক দল যারা বাংলাদেশপন্থি আছেন, তারাই নির্বাচনে থাকবেন। সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, সব দল ইতিবাচক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দেশে শাসন প্রতিষ্ঠা করবে।" তিনি আরও বলেন, "আমরা আর শেখ মুজিব-শেখ হাসিনাসহ ফ্যাসিবাদীদের শাসনামল চাই না। আমরা চাই এই দেশ বাংলাদেশপন্থিদের হাতে থাকবে।" আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন ১১ জানুয়ারি বলেছিলেন, “আমাদের কাজ হলো যখন আমরা শিডিউল ঘোষণা করি, তার আগে নিবন্ধিত যে কয়টি দল থাকে, তাদের মধ্যে সুন্দর একটা নির্বাচন আয়োজন করা। সময় আসুক, দেখবেন কারা কারা নিবন্ধিত অবস্থায় থাকে। যারা যারা থাকবে, তাদের নিয়ে নির্বাচন করব। অপেক্ষা করুন, আমরাও অপেক্ষা করি।” এর আগে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে সিইসি নাসির উদ্দীন মন্তব্য করেছিলেন সরকার বা আদালত যদি আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ না করে, তাহলে দলটির নির্বাচনে অংশ নিতে বাধা নেই।(ভোয়া ওয়েব পেজ : ৩০.০১.২০২৫ এলিনা)

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সের বৈঠক

বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি অ্যান জেকবসন। বুধবার (২৯ জানুয়ারি) ঢাকার যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস থেকে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, নিয়মিত কূটনৈতিক তৎপরতার অংশ হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলোর পরিকল্পনা ও অবস্থান সম্পর্কে আরও বোঝাপড়া ও ধারণা পেতে এসব বৈঠক করা হয়েছে। এর আগে, ২০ জানুয়ারি রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি অ্যান জেকবসন। তখন তিনি বলেন, “আমরা জাতি হিসেবে আপনার সরকারকে বিভিন্ন বিষয়ে সমর্থন দিতে প্রস্তুত রয়েছি।” প্রধান উপদেষ্টা বাংলাদেশের চলমান সংস্কার কার্যক্রম, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ঘোষণাপত্রের ওপর রাজনৈতিক ঐকমত্য গঠনের প্রচেষ্টা এবং আগামী সাধারণ নির্বাচনের পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করেন।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৫ এলিনা)

রেডিও তেহরান

জনগণের আস্থা অর্জন করতে না পারলে স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়া সম্ভব নয়: তারেক রহমান

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, জনগণের আস্থা অর্জন করতে না পারলে আগামীর স্বপ্নের নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। প্রশাসন, ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংসের মাধ্যমে পতিত স্বৈরাচার

দেশকে পেছনের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। তারা গালভরা উন্নয়নের গল্প করে দেশকে পরনির্ভরশীল করে তুলেছিল। দেশের আইটি খ্যাতসহ ব্যাংক বীমাসহ সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে লুটপাটের আখড়ায় পরিণত করেছিল। এসব প্রতিষ্ঠান স্বরূপে ফিরিয়ে জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে। আজ (বুধবার) বিকালে যশোরের হোটেল ওরিয়ন ইন্টারন্যাশনাল চত্বরে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্র সংস্কারে ৩১ দফা শীর্ষক কর্মশালায় দলটির নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে এ কথা বলেন তিনি। যশোর বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীদের নিয়ে ভার্চুয়ালি কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। তারেক রহমান বলেন, বাংলাদেশের জনগণ বিএনপি'র ওপর আস্থা রাখতে চাইছে। এই আস্থা যেসব নেতাকর্মী নষ্ট করতে চাইবে তাকে দলের পক্ষ থেকে বহিষ্কার করা হবে এবং এখানে আমাদের স্বার্থপর হতে হবে। গত ১৭ বছরে অনেক ত্যাগের মধ্য দিয়ে আমরা আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছি। তিনি বলেন, এখন আপনি কোথাও গেলে জনগণ সালাম দেয় কিন্তু আপনি যদি এমন কোন কাজ করেন সে যদি আপনার কাছ থেকে সরে যায় তাহলে আপনি কিসের নেতা। মানুষ কিন্তু এখন অনেক সচেতন। বিএনপি আগামীতে ক্ষমতায় গেলে ৩১ দফা বাস্তবায়নের জন্য দলের প্রতিটি নেতাকর্মীকে দফাওয়ারী মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। মানুষের আস্থা অর্জনে কাজ করতে হবে। মেধার মুল্যায়ন করা হবে। বিগত ১৫ বছরে পতিত স্বৈরাচার মেধাবীদের আলাদা গোত্রে ফেলে দেশকে মেধাহীন করে পেশিশক্তির মহড়া করে দেশকে পেছনের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

এর আগে সকাল সাড়ে ১০টায় যশোরে বিএনপির রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা ও জনসম্পৃক্তি শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধন করেন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক (খুলনা বিভাগ) অনিন্দ্য ইসলাম অমিত। জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক নার্গিস বেগমের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ইসমাইল জাবিউল্লাহ, প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক এবিএম মোশারফ হোসেন, সহ-প্রশিক্ষণ সম্পাদক রেহানা আক্তার রানু, কেন্দ্রীয় মিডিয়া সেলের সদস্য মাহমুদা হাবীবা, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ফজলুর রহমান খোকন, ইকবাল হোসেন শ্যামল ও পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির সদস্য ইসরাফিল খসরু চৌধুরী, যশোর চেম্বারের সভাপতি মিজানুর রহমান খান প্রমুখ। (রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ২৯.০১.২০২৫ আলী আহমেদ)

আওয়ামী লীগকে বিক্ষোভের অনুমতি দেয়া হবে না: প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব

আওয়ামী লীগকে বিক্ষোভের অনুমতি দেয়া হবে না বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। আজ (বুধবার) তার ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেয়া এক পোস্টে তিনি এ মন্তব্য করেন। পোস্টে প্রেস সচিব লেখেন, "আগস্টে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে অন্তবর্তীকালীন সরকার কোনো নায্য বিক্ষোভ বন্ধ বা নিষিদ্ধ করেনি। আমরা সমাবেশ করার স্বাধীনতা এবং সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। আজ সকালে গণমাধ্যমের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত সাড়ে পাঁচ মাসে কেবল ঢাকায় কমপক্ষে ১৩৬টি বিক্ষোভ হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি বিক্ষোভের ফলে ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়েছে। তবুও, সরকার কখনো বিক্ষোভ-সমাবেশের ওপর কোনও বিধি-নিষেধ আরোপ করেননি। কিন্তু আমাদের কি ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগকে বিক্ষোভ করার সুযোগ দেওয়া উচিত? জুলাই-আগস্টের ভিডিও ফুটেজে স্পষ্ট দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগের কর্মীরা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের হত্যায় অংশ নিয়েছিল। তাদের পরিচালিত হত্যাকাণ্ডে শহীদ হয়েছেন কয়েকশ তরুণ শিক্ষার্থী, এমনকি নাবালক শিশুরাও। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় গণহত্যা, খুন ও তাণ্ডবের জন্য দায়ী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের দলীয় সরকার।"

শফিকুল আলম আরো লেখেন, "গতকাল কয়েকজন বিশিষ্ট মানবাধিকারকর্মীর সাক্ষাৎকারের বরাতে নিউইয়র্কভিত্তিক হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জানায়, শেখ হাসিনা তার ১৬ বছরের একনায়কত্বের শাসনামলে সরাসরি হত্যা এবং জোরপূর্বক গুমের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি একটি চোরতন্ত্র (ক্লেপ্টোক্রেসি) এবং খুনি শাসনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। নিরপেক্ষ ও স্বাধীন একটি প্যানেল বলছে, শেখ হাসিনার তত্ত্বাবধানে তার ঘনিষ্ঠরা ২৩৪ বিলিয়ন ডলার পাচার করেছে। দুর্নীতিগ্রস্ত চুক্তি থেকে কোটি কোটি ডলার চুরির দায়ে হাসিনার পরিবারের বিরুদ্ধে এখন তদন্ত চলছে। এছাড়াও, প্রায় সাড়ে তিন হাজার ব্যক্তি জোরপূর্বক গুমের শিকার হয়েছেন। প্রায় তিন হাজার জনকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে। শাপলা চত্বরের সমাবেশ এবং মাওলানা সাঈদীর বিচারিক রায়ের পর বিক্ষোভকারীদের ওপর গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে।" পুলিশ বাহিনী হাসিনার শাসনামলে পুলিশ লীগে পরিণত হয়েছিল উল্লেখ করে প্রেস সচিব আরো লেখেন, "হাসিনার একনায়কতন্ত্রে প্রায় ষাট লাখ বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে ভুয়া ও গায়েবি মামলা দেওয়া হয়। এমনকি দেশের প্রথম হিন্দু প্রধান বিচারপতিকেও নির্মমভাবে মারধর করা হয়, পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় এবং নির্বাসনে পাঠানো হয়। যতক্ষণ না আওয়ামী লীগ এই গণহত্যা, হত্যাকাণ্ড এবং প্রকাশ্য দুর্নীতির জন্য ক্ষমা না চাইবে এবং যতক্ষণ না তাদের অন্যায়কারী নেতাকর্মীরা বিচার ব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করে তাদের অপরাধের জন্য বিচারকার্যের প্রক্রিয়া শুরু করে পাপমোচন করতে উদ্যোগ না নেবে এবং যতক্ষণ না আওয়ামী লীগ তাদের বর্তমান নেতৃত্ব ও ফ্যাসিবাদী আদর্শ থেকে নিজেকে আলাদা না করবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিক্ষোভ করার অনুমতি দেওয়া হবে না। মিত্রবাহিনী কি নাৎসিদের বিক্ষোভ করার অনুমতি দিয়েছিল?"

পৃথিবীর কোনো দেশ কি একদল খুনি এবং দুর্নীতিবাজ চক্রকে আবার ক্ষমতায় আসতে দেবে এমন প্রশ্ন রেখে তিনি লেখেন, "কোনো দেশই জবাবদিহিতা ছাড়া স্বাভাবিক কার্যক্রমে ফেরার অনুমতি দেয় না। বাংলাদেশের জনগণ এই

খুনিরা কোনো প্রতিবাদ-সমাবেশ করলে তার বিরুদ্ধে কঠিন জবাব দেবে। অন্তবর্তীকালীন সরকার বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। আমরা দেশকে সহিংসতার দিকে ঠেলে দেওয়ার কোনো ধরনের প্রচেষ্টাকে সুযোগ দেব না। আওয়ামী লীগের পতাকাতলে কেউ যদি অবৈধ বিক্ষোভ করার সাহস করে তবে তাকে আইনের মুখোমুখি হতে হবে।" (রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ২৯.০১.২০২৫ আলী আহমেদ)

ফেব্রুয়ারিতে ২ দিন হরতাল ডেকেছে আওয়ামী লীগ

অন্তবর্তীকালীন সরকারের পদত্যাগ ও 'অপশাসন-নির্যাতনের' প্রতিবাদে আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি ও ১৮ ফেব্রুয়ারি হরতালের ডাক দিয়েছে আওয়ামী লীগ। গতকাল (মঙ্গলবার) রাতে দলটির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকে এই কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী, আগামী ১ ফেব্রুয়ারি শনিবার থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি বুধবার পর্যন্ত দাবির লিফলেট বা প্রচারপত্র বিলি করবে আওয়ামী লীগ। ৬ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। ১০ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ। আর ১৬ ফেব্রুয়ারি অবরোধ এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা সর্বাত্মক কঠোর হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনাসহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলাসহ অন্যান্য মামলা প্রত্যাহার এবং 'প্রহসনমূলক বিচার' বন্ধেরও দাবি জানানো হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে শেখ হাসিনাকে 'প্রধানমন্ত্রী' উল্লেখ করা হয়েছে।
(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ২৯.০১.২০২৫ আলী আহমেদ)

এনএইচকে

ট্রাম্পের 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতি নিয়ে উদ্বিগ্ন জাতিসংঘের নিরস্ত্রীকরণ প্রধান

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের "আমেরিকা ফার্স্ট" নীতি এবং বিশ্বজুড়ে অনুরূপ প্রবণতা ছড়িয়ে পড়ার বিষয়ে সংকটের তীব্র অনুভূতি প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘের নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক দফতরের প্রধান। জাতিসংঘের আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল এবং নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক উচ্চ প্রতিনিধি নাকামিৎসু ইয়ুমি মঙ্গলবার টোকিওতে এনএইচকে প্রতিনিধির কাছে দেয়া একটি সাক্ষাৎকারে এই মন্তব্য করেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহারের একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করাসহ অন্যান্য পদক্ষেপের মাধ্যমে ট্রাম্প তার "আমেরিকা ফার্স্ট" অবস্থান নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। এই ধরনের প্রবণতাগুলো দৃশ্যত বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। নাকামিৎসু উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন যে এই ধরনের প্রবণতার ফলে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার পতন ঘটতে পারে। অন্যদিকে, এই মাসের শুরুতে সুইজারল্যান্ডের দাভোসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে পারমাণবিক অস্ত্র হ্রাসের বিষয়ে রাশিয়া এবং চীনের সাথে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করার জন্য ট্রাম্পকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন যে প্রেসিডেন্ট যা কিছু উল্লেখ করেছেন তার বাস্তবায়নে দেশগুলোকে সহায়তা করতে জাতিসংঘ আন্তরিকভাবে আগ্রহী।
(এনএইচকে ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৫ আলী আহমেদ)

ডয়চে ভেলে

২৬ ঘণ্টা পর রেলকর্মীদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার

২৬ ঘণ্টারও বেশি সময় পর রেলকর্মীরা আজ (বুধবার) ভোর থেকে তাদের অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এরপর থেকে সারাদেশে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে রানিং স্টাফ ও শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মজিবুর রহমান আজ ভোররাত পৌনে ৩টার দিকে এই ঘোষণা দেন। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফওজুল কবির খান তাদের দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিলে তিনি এই ঘোষণা দেন বলে জানিয়েছে ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার দ্য ডেইলি স্টার। মিন্টো রোডে রেল উপদেষ্টার বাসভবনে এক বৈঠকের পর এই ঘোষণা আসে। পরে রেল উপদেষ্টা ও মজিবুর রহমান সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। বৈঠকে রেল মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ফাহিমুল ইসলাম, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের প্রধান সমন্বয়ক শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ:২৯.০১.২০২৫ রিহাব)

জয়পুরহাট ও দিনাজপুরে 'আক্রান্ত' নারীদের ফুটবল

জয়পুরহাটের আক্কেলপুরে নারীদের ফুটবল ম্যাচ বন্ধে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও)-র 'পরোক্ষ ইন্ধনের' অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে দিনাজপুরের হাকিমপুরে নারীদের ম্যাচে বাধা দিতে আসা ব্যক্তিদের সঙ্গে আয়োজক কমিটির সংঘর্ষ হয়েছে। আক্কেলপুরে নারীদের প্রীতি ম্যাচের ভেন্যুতে হামলায় নেতৃত্বদানকারীর দাবি- নারীদের ম্যাচ বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন করার পরামর্শ ইউএনওই দিয়েছিলেন তাদের। ডয়চে ভেলেকে এ কথা বলেছেন স্থানীয় তিলকপুর রাবেয়া বসরি মহিলা মাদ্রাসার নায়েবে মুহতামিম মাওলানা আবুবকর সিদ্দিক। মঙ্গলবার তার নেতৃত্বেই নারীদের ফুটবল ম্যাচের আগে মাঠে হামলা ও টিনের বেড়া ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। তবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মনজুরুল আলম মানববন্ধনের পরামর্শ দেয়ার কথা অস্বীকার করেছেন। তার দাবি, ''বুধবার মাঠের টিনের বেড়া ভাঙচুরের আগ পর্যন্ত আমি কিছুই জানতাম না।" আক্কেলপুরে স্থানীয় টি স্টার ক্লাবের উদ্যোগে তিলকপুর উচ্চবিদ্যালয় মাঠে গত ২ নভেম্বর আন্তঃজেলা ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। টুর্নামেন্টে খেলা দেখার জন্য

টিকিটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রতিটি ম্যাচে মাটিতে বসে খেলা দেখার জন্য ৩০ টাকা ও চেয়ার বসে খেলা দেখার জন্য ৭০ টাকা মূল্যের টিকিট কিনতে হতো।এ কারণে মাঠের চারপাশে টিনের বেড়া দিয়ে খেলার আয়োজন করা হয় বলে জানান টুর্নামেন্ট আয়োজক কমিটির সভাপতি ও আক্কেলপুর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সামিউল হাসান ইমন। তিনি জানান ফাইনালের দিকে নারীদের প্রীতি ম্যাচ ছিল বিশেষ আয়োজন, ''টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ হওয়ার আগে নারী ফুটবলারদের একটা প্রীতি ম্যাচ আয়োজন করেছিলাম।" টুর্নামেন্টের ফাইনাল এবং ফাইনাল উপলক্ষে নারীদের ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল বুধবার। রংপুর ও ঠাকুরগাঁওয়ের দুইটি টিমের ওই প্রীতি ম্যাচে অংশ নেয়ার কথা ছিল। এজন্য এলাকায় ব্যাপক প্রচারও চলছিল। কিন্তু মঙ্গলবার বিকালে 'বিক্ষুব্ধ মুসল্লিদের' ব্যানারে কয়েকশ' লোক মাঠে হামলা চালিয়ে টিনের বেড়া ভেঙে ফেলে। সামিউল হাসান ইমন ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''আসরের নামাজের পরে স্থানীয় কিছু লোক জামায়াতের লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে হামলা চালায়। তারা মাঠের টিনের দেয়াল ভেঙে ফেলেছে। আমরা আপাতত আর টুর্নামেন্ট বা নারী ফুটবল ম্যাচ করবো না। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সবার সঙ্গে কথা বলে দেখবো। আমরা কোনো মামলাও করিনি। করার চিন্তা নাই। এখন পরিস্থিতি ভালো না," বলেন তিনি।

নারী ফুটবলারদের এই প্রীতি ম্যাচ বন্ধে 'বিক্ষুব্ধ মুসল্লিদের' নেতৃত্ব দেন তিলকপুর রাবেয়া বসরি মহিলা মাদ্রাসার নায়েবে মুহতামিম মাওলানা আবুবকর সিদ্দিক। তিনি বলেন, ''এটি নারীদের টুর্নামেন্ট না হলেও আমরা আগেই খবর পেয়েছিলাম যে এখানে নারীরা ফুটবল খেলবে। তাই আমরা ইউএনও স্যারের কাছে আগেই একটা আবেদন দিয়েছিলাম যাতে নারীরা না খেলতে পারে। ইউএনও স্যার আমাদের বলেন, আপনারা একটা মানববন্ধন করেন। আমরা ২৫ ডিসেম্বর একটা মানববন্ধন করি। ওই মানববন্ধনে খেলা কমিটির সভাপতি ইমন সাহেব এসে বলেন, 'আমরা মহিলা ফুটবলের আয়োজন করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এখন আর করবো না।' তার এই ঘোষণার পর আমরা মানববন্ধন শেষ করি। তারপরে আবার সম্প্রতি খবর পাই যে, মহিলাদের ফুটবল হবে। আমরা আবার ইউএনও সাহেবকে জানালে মঙ্গলবার ইউএনও সাহেব একটি টিম পাঠায় খেলার মাঠের টিন খুলে দেয়ার জন্য। তখন তারা বাধা দেয়। এরপর বুধবার আমরা তৌহিদী জনতা ও ওলামায়ে কেরাম একটা মানববন্ধন করে সেখান থেকে গিয়ে টিনের বেড়া খুলে দিয়ে এসেছি।" এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ''মহিলাদের ফুটবল খেলা হলে যুব সমাজের চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে। আর ওখানে খেলার নামে অশ্লীল নাচ-গান ও গাঁজাসেবন চলতো। তাই আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। সরকার মহিলা ফুটবল উৎসাহিত করতে পারে। অন্য জেলায় হতে পারে। বিদেশেও হতে পারে। কিন্তু আমাদের এলাকার মানুষ এটা পছন্দ করে না। তাই আমরা এটা বন্ধ করেছি। ভবিষ্যতেও আমরা হতে দেবো না।" তবে সামিউল হাসান ইমন বলেন, ''মাওলানা সাহেবের অভিযোগ ঠিক না। আমরা শুধু খেলারই আয়োজন করেছি। গাঁজা সেবন বা নাচ-গানের অভিযোগ সত্য নয়। এখন যেহেতু তারা বাধা দিচ্ছে, তাই আমাদের কিছু করার নেই। আমরা মামলাও করিনি।"

আর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মনজুরুল আলম বলেন, ''আমি যে তাদের প্রমীলা ফুটবলের বিরুদ্ধে মানববন্ধন করতে বলেছি- এটা মিথ্যা কথা। কেউ যদি এটা বলে থাকে, সেটা অবান্তর কথা। বাংলাদেশে কেউ প্রমীলা ফুটবল বন্ধ করতে পারে? সরকার তো এটাকে উৎসাহিত করে। যে আবেদনের কথা বলা হয়েছে, তা তো কয়েকদিন আগে করা হয়েছে। সেটা নিয়ে দুই পক্ষের সঙ্গে আজ (বুধবার) আমার বৈঠক করার কথা ছিল। আজকে তো আর বৈঠক হয়নি।" ম্যাচের ভেন্যুতে হামলার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''গতকাল (মঙ্গলবার) একটা অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু কেউ আমাদের কাছে কোনো অভিযোগ নিয়ে আসেনি। আর এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে। কোনো পক্ষ থানায়ও কোনো অভিযোগ করেনি বলে ওসি সাহেব আমাকে জানিয়েছেন।" তার দাবি, ''আমাদের কাছ থেকে পুরুষ ফুটবল টুর্নামেন্টের ব্যাপারে অনুমতি নিলেও প্রমীলা ফুটবলের ব্যাপারে অনুমতি নেয়নি আয়োজকরা। তারা অনুমতি না নিয়ে একদিন আগে মাইকিং করায় ওই সমস্যা হয়েছে। আর তারা টিকিটের বিনিময়ে যে (টুর্নামেন্ট আয়োজন) করেছে, তার অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসকের আছে আবেদন করেছে। সেটা জেলা প্রশাসকের বিষয়।" পরে আর নারী ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা যাবে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন," আগে কেউ আবেদন নিয়ে আসুক, তখন আমরা দেখবো।"

বুধবারের নারী ফুটবলারদের প্রীতি ম্যাচে ঠাকুরগাঁওয়ের রাঙ্গাটুলি ইউনাইটেড প্রমীলা ফুটবল একাডেমি এবং রংপুরের সদ্য পুস্করিনি এসসি ক্লাবের অংশ নেয়ার কথা ছিল। বুধবারের ম্যাচের জন্য ঠাকুরগাঁওয়ের টিমটি মঙ্গলবারেই জয়পুরহাটে পৌঁছেছিল। বিকালের ঘটনার পর তারা যে বাড়িতে উঠেছিল, সেখান থেকেই তাদের এলাকায় ফিরে যায়। টিমের ক্যাপ্টেন বিথীকা কিসকু ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''আমরা দুপুরেই পৌঁছাই। পরের দিন খেলা। কিন্তু ওই ঘটনার পর মাঠ এলাকায় না গিয়ে নিজের জেলায় ফিরে যাই। ২০১৫ সাল থেকে আমরা খেলছি। এখন ১০০-র মতো নারী ফুটবলার আছে আমাদের। আমাদের কেউ কেউ জাতীয় দলেও খেলেছেন। দেশের বাইরেও আমরা খেলতে গিয়েছি। কিন্তু জয়পুরহাটে যা হয়েছে, সেটা আর কোথাও হয়নি। দেশের বিভিন্ন জেলায়ও আমরা খেলি। কোথাও কোনো সমস্যা হয়নি। আমাদের নিজেদের জেলায়ও নয়। আমরা পেশাদার ফুটবলার", বলেন তিনি। তার কথা, ''জয়পুরহাটে যা ঘটেছে, সেটা প্রশাসনের দেখা উচিত। তা না হলে এই প্রবণতা বিস্তৃত হতে পারে। সরকার আমাদের উৎসাহিত করছে, সহযোগিতা করছে, কিন্ত ওই জেলায় আমাদের খেলতে দেয়া হলো না । এটা দুঃখজনক।" ওই ক্লাবের সংগঠক তাজুল ইসলাম বলেন, ''আমাদের নিরাপত্তার কোনো সমস্যা হয়নি। আমাদের টিম নিয়ে আমরা চলে যেতে

পেরেছি। কিন্তু ঘটনাটা মানতে পাছি না। আমাদের ক্লাব থেকে এ পর্যন্ত ন্যাশনাল টিমে খেলেছে। তারা সার্ক টুর্নামেন্টেও খেলেছে। এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে, সেদিকে সরকারের নজর দেয়া উচিত।"

রংপুরের সদ্য পুস্করিনি এসসি ক্লাবের নারী ফুটবলাররা অবশ্য মঙ্গলবার জয়পুরহাটে যাননি। তাদের পরিকল্পনা ছিল মঙ্গলবার রাতে যাবেন, বুধবার বিকালে ম্যাচ খেলবেন। কিন্তু মঙ্গলবার বিকালেই তারা সেখানকার মাঠে হামলার খবর পেয়ে যাত্রা বাতিল করেন। ওই টিমের ক্যাপ্টেন স্বপ্না আক্তার বলেন, ''আমি জাতীয় টিমে খেলেছি। এই পরিস্থিতি আমাদের কাছে একেবারে নতুন। আমরা মাঠে হামলার খবর পেয়ে আর যাইনি। এর আগে আমাদের এলাকায় বা দেশের অন্য এলাকায় খেলতে গিয়ে কোনো সমস্যায় পড়িনি।" তার কথা, ''সরকার যেন এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়।" ওই টিমের কোচ মো. মিলন মিয়া বলেন, ''১২ বছর ধরে এখানে নারী ফুটবলাররা খেলছে। আমাদের এখান থেকে এখন পর্যন্ত ১০ জন মেয়ে ন্যাশনাল টিমে খেলেছে। এখনো একজন আছে। তারা দেশে এবং দেশের বাইরে খেলছে। কিন্তু এই ঘটনা একটি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ফেলতে পারে। নারী ফুটবলাররা ট্রমায় পড়তে পারে।" তার কথা, ''এই ধরনের ঘটনা আগে ঘটেনি। তবে ৫ আগস্টের পর রংপুরেও একটি গোষ্ঠী মেয়েদের ফুটবল খেলা বন্ধের দাবি তুলেছিল। এখানে মেয়েদের জন্য আলাদা একটি স্টেডিয়াম আছে-পালিতলা স্টেডিয়াম। স্টেডিয়ামে হামলাও হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষ এবং এখানকার যারা গণ্যমান্য, তারা মেয়েদের পক্ষে দাঁড়ানোয় ওই চক্রটি সফল হতে পারেনি।" নারীদের ফুটবল খেলা বন্ধ করতে জয়পুরহাটের আক্কেলপুরের ঘটনায় যথাযথ ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। বুধবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ''বাফুফে জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার তিলকপুর উচ্চবিদ্যালয় মাঠে নারীদের ফুটবল খেলা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে টিনের বেড়া ভাঙচুরের ঘটনাকে সমর্থন করে না। ফুটবল সবার জন্য, এবং নারী ফুটবলারদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। নারীদের খেলাধুলায় বাধা সৃষ্টি করা ক্রীড়ার উন্নয়ন ও অগ্রগতির পরিপন্থি। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন বিশ্বাস করে, দেশের ক্রীড়াঙ্গনে নারীদের অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখতে সবাইকে সহযোগিতা করতে হবে।" বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, ''আমরা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানাই, এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এবং নারীদের ফুটবল খেলায় যেন কোনো ধরনের বাধা সৃষ্টি না হয়, তা নিশ্চিত করা হোক। একই সঙ্গে, স্থানীয় সামাজিক সংগঠন ও ব্যক্তিত্বদের নারীদের ক্রীড়াচর্চায় সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই, যাতে ফুটবলসহ সব খেলাধুলায় নারী ও কিশোরীরা অবাধে অংশ নিতে পারে।"

অন্যদিকে, মঙ্গলবার দিনাজপুরের হাকিমপুরে প্রমীলা ফুটবল আয়োজনকে কেন্দ্র করে আয়োজক কমিটি ও তৌহিদি জনতার মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয়পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হন। আহতদের মধ্যে নারীও রয়েছেন। স্থানীয়রা জানান, বিকালে স্থানীয় বাওনা ছাত্রকল্যাণ সমবায় সমিতি বাওনা মাঠে প্রমীলা প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করে। এতে দিনাজপুর জেলা নারী ফুটবল একাডেমি বনাম রংপুর বিভাগীয় নারী দলের অংশগ্রহণ করার কথা ছিল। ম্যাচ উপলক্ষে আয়োজকদের পক্ষ থেকে এলাকায় মাইকিং করে প্রচার চালানো হয়। নারী ফুটবলাররা খেলবেন শুনে ম্যাচ বন্ধে তৌহিদি জনতার ব্যানারে উপজেলার বাওনা গ্রামসহ বিভিন্ন গ্রামে সকাল থেকে পাল্টা মাইকিং করা হয়। পাল্টাপাল্টি মাইকিং হওয়ায় এলাকায় সকাল থেকে উত্তেজনা ছড়ায়। বিকাল ৩টায় খেলা শুরু হলে তৌহিদি জনতার ব্যানারে কিছু লোক বাধা দিলে আয়োজক কমিটির সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাধে। এতে অন্তত ২০ জন আহত হন। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ:২৯.০১.২০২৫ রিহাব)

রেডিও টুডে

ভারত ও মিয়ানমার থেকে ৩৭ হাজার টন চাল বাংলাদেশে পৌঁছেছে

প্রতিবেশী ভারত ও মিয়ানমার থেকে ৩৭ হাজার টন চাল নিয়ে দুটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছেছে। ভারত থেকে ১৫ টন ও মিয়ানমার থেকে ২২ হাজার টন চাল নিয়ে জাহাজ দুটি চট্টগ্রাম বন্দর এসে পৌঁছায়। বুধবার খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা ইমদাদ ইসলাম এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, মিয়ানমার থেকে ২২ হাজার টন আতপ চাল নিয়ে এমভি এটিএন ভিক্টরি জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেছে। একই সময়, ভারত থেকে ১৫ হাজার মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল নিয়ে এমভি বিএমসি প্যানডোরা জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছেছে। এ চাল খাদ্য অধিদপ্তর আমদানি করেছে এবং খালাস প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু হবে বলে জানান ইমদাদ ইসলাম। প্রতিবেদনে বলা হয়, উভয় চালই জি-টু-জি ভিত্তিতে মিয়ানমার থেকে আমদানি করা হয়েছে, আর ভারতের চাল উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে আমদানি করা হয়েছে। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ২৯.০১.২০২৫ আসাদ)

বিজিবি-বিএসএফ বৈঠকে ভারতের সঙ্গে অসম চুক্তি নিয়ে আলোচনা হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

আওয়ামী লীগ সরকার আমলে ভারতের সঙ্গে সব ধরনের অসম চুক্তি নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। বুধবার সচিবালয়ে বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ে সীমান্ত সংক্রান্ত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, সীমান্ত এলাকায় ভারতীয়রা অনেক সময় মাদক তৈরি করে। তারা ফেনসিডিল তৈরি করে আমাদের দেশে ঢুকিয়ে দেয়। তিনি আরো বলেন, সীমান্তের ১৫০ গজের মধ্যে

কোন কাজ করতে হলে দুই পক্ষের অনুমতি নিতে হয়। এগুলো এক পক্ষের করার নিয়ম নেই। যদিও ভারত একপাক্ষিকভাবেই সেটা করতে চায়। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ২৯.০১.২০২৫ আসাদ)

নিত্যপণ্যের দাম কমাতে ব্যর্থ অন্তবর্তীকালীন সরকার: সিপিডি

নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে চাঁদাবাজি বন্ধ ও মজুতদারি বা অযৌক্তিক মূল্য নির্ধারণের মতো অনিয়ম মোকাবিলা করতে পারেনি অন্তবর্তীকালীন সরকার। তাই নিত্যপণ্যের দাম কমাতে ব্যর্থ হয়েছে। সরকার খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ শৃঙ্খলে সুশাসন ফিরিয়ে আনতে সাহসী ও জরুরি পদক্ষেপ না নিলে মূল্যস্ফীতির হার কমানো কঠিন হবে। আজ বুধবার ধানমন্ডিতে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের 'বাংলাদেশ অর্থনীতি ২০২৪ -২৫ সংকটময় সময়ে প্রত্যাশা পূরণের চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানানো হয়। সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে এসব কথা বলেন। খাদ্য মূল্যস্ফীতির প্রসঙ্গে সিপিডি বলছে, বাংলাদেশে পূর্ববর্তী কর্তৃত্ববাদী সরকার উচ্চ মূল্যস্ফীতির মাধ্যমে একটি অকার্যকর অর্থনীতি রেখে গেছে, যা অন্তবর্তীকালীন সরকারকে ঠিক করতে হবে। বেশ কিছু খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ শৃঙ্খলের বিশ্লেষণে মধ্যস্থতাকারীদের একটি জটিল নেটওয়ার্কের সন্ধান পাওয়া যায়, যারা অতিরিক্ত দাম বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। সংস্থাটি আরও বলছে, অন্তবর্তী সরকার যদি প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ শৃঙ্খলে সুশাসন ফিরিয়ে আনতে সাহসী এবং জরুরি পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে মূল্যস্ফীতির হার কমানো কঠিন হবে। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ২৯.০১.২০২৫ আসাদ)

বাংলাদেশের গণমাধ্যম এখন নজিরবিহীন স্বাধীনতা ভোগ করছে: প্রধান উপদেষ্টা

জুলাই গণঅভ্যুত্থান নিয়ে অনেক অপপ্রচার হচ্ছে মন্তব্য করে অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, 'দাভোস সফরে গিয়ে আমি প্রত্যক্ষ করেছি জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কে অনেকেই জানেন না।' তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের গণমাধ্যম এখন নজিরবিহীন স্বাধীনতা ভোগ করছে কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুল তথ্যের বন্যা বয়ে গেছে। বুধবার অর্থনীতি পুনর্গঠন, সম্পদ পাচার, ভুল তথ্য মোকাবেলা এবং গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সংস্কার বাস্তবায়নে বাংলাদেশের প্রচেষ্টা নিয়ে ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশনের নেতারা সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি এসব কথা বলেন। ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অ্যালেক্স সোরোস এবং সভাপতি বিনাইফার নওরোজির নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল প্রধান উপদেষ্টার সাথে সাক্ষাৎ করে অন্তবর্তী সরকারের সংস্কারের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। সাক্ষাৎকালে অ্যালেক্স সোরোস ইতিহাসের এক জটিল সময়ে দেশকে নেতৃত্ব দেয়া এবং দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো ঠিক করা ও অর্থনীতি পুনর্গঠনে প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ নেয়ায় ড. ইউনূসের প্রশংসা করেন। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'ছাত্রদের নেতৃত্বাধীন গণঅভ্যুত্থান দেশের জন্য একটি নতুন গতিপথ নির্ধারণের 'বিরাট সুযোগ' এনে দিয়েছে। তারা জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থান, ভিকটিমদের জন্য অন্তবর্তী ন্যায়বিচার, অর্থনৈতিক সংস্কার, গণমাধ্যম, চুরি যাওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধার, নতুন সাইবার নিরাপত্তা আইন, কীভাবে তাদের উন্নতি করা যায় এবং রোহিঙ্গা সঙ্কট নিয়ে আলোচনা করেন।' (রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ২৯.০১.২০২৫ আসাদ)

দ্রুত দেশে ফিরে আসার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন বেগম খালেদা জিয়া: ডা. জাহিদ হোসেন

দ্রুত দেশে ফিরে আসার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। কখন দেশে ফিরবেন সেটি বিবেচনায় নিয়ে তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন বলে জানিয়েছেন খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন। জাতীয়তাবাদী যুবদলের যুক্তরাজ্য শাখার উদ্যোগে আরাফাত রহমান মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মঙ্গলবার লন্ডনের স্থানীয় সময় এশার নামাজের পর আয়োজিত এক দোয়া মাহফিলে বক্তৃতাকালে তিনি একথা জানান। ডা. জাহিদ জানান, বেগম খালেদা জিয়া আগের চেয়ে অনেক সুস্থ আছেন। বড় ছেলে তারেক রহমান তার স্ত্রী ডা. জোবায়দা রহমান এবং ছোট ছেলের স্ত্রী শর্মিলা রহমান সিথি সহ তিন নাতনিকে নিয়ে তিনি পুরো পারিবারিক আবহে সময় কাটাচ্ছেন। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২৯.০১.২০২৫ আসাদ)

কোন বিষয়েই ভারতকে ছাড় দেওয়া হবে না: বিজিবি মহাপরিচালক

বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী বলেছেন, ভারতের সঙ্গে অসম চুক্তি বা সীমান্ত কোন বিষয়েই ছাড় দেয়া হবে না। বুধবার সচিবালয়ে বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ের বৈঠক সামনে রেখে দু'দেশের সীমান্ত বিষয়ে বৈঠক শেষে বিজিবি মহাপরিচালক এ কথা বলেন। বিজিবি মহাপরিচালক বলেন ভারতের সঙ্গে সীমান্ত সম্মেলনে যাওয়ার আগে সাংবাদিকদের নিয়ে আমরা বসব সেখানে আপনারা সুনির্দিষ্ট তথ্য পাবেন। বর্ডার কিলিং সম্মেলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা। সেইসঙ্গে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্ত উত্তেজনা ও তাদের সঙ্গে বিভিন্ন নদীর সীমানা নির্ধারণ নিয়ে সমস্যা রয়েছে সেগুলো আমাদের অন্যতম প্রধান এজেন্ডা। মোটকথা কোনো বিষয়েই তাদের ছাড় দেওয়া হবে না। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২৯.০১.২০২৫ আসাদ)

শেখ হাসিনা দেশে আসলে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলবে: সারজিস আলম

শেখ হাসিনা দেশে আসলে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলবে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক কমিটির প্রধান সংগঠক সারজিস আলম। আজ বুধবার কাকরাইলে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে জুলাই গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক প্রদর্শনী পরিদর্শন করতে গিয়ে এ মন্তব্য করেন তিনি। ফেব্রুয়ারিতে হরতালসহ ৫ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে আওয়ামী লীগ। এ নিয়ে প্রশ্ন

তুলেছেন সারজিস আলম। তিনি বলেন, "এত মানুষ হত্যা করার পরও শেখ হাসিনা কীভাবে কর্মসূচি ঘোষণা করেন? যে দেশে এত হত্যাযজ্ঞ হয়েছে, সেখানে এলে তো ফাঁসির মঞ্চে ঝুলতে হবে। সারজসি আলম বলেন, সো কোল্ড পলিটিশিয়ানরা এই জেনারশনকে তাদের জন্য থ্রেট মনে করছেন। কারণ, ইয়াং জেনারেশনের কালচারের সঙ্গে তারা খাপ খাওয়াতে পারছেন না, মানসিকতার সঙ্গে মিল রাখতে পারছেন না। (রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ২৯.০১.২০২৫ আসাদ)

যেসব ব্যাংক লাইফ সাপোর্টে আছে সেসব ব্যাংক বন্ধের সুপারিশ করেছে সিপিডি

বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রয়োজনের চেয়ে বেশি অনুমোদিত ব্যাংকগুলোর মধ্যে বেশ কিছু ব্যাংক খুবই নাজুক দশায় রয়েছে। যেসব ব্যাংক লাইভ সাপোর্টে, গ্রাহকরাও ঝুঁকিতে এসব ব্যাংক বন্ধ করার সুপারিশ করেছে সরকারি গবেষণা সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ সিপিডি। বুধবার রাজধানী ধানমন্ডিতে সিপিডি আয়োজিত চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতির পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে সিপিডির এই সুপারিশ তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন বলেন, অন্তবর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের ৬ মাস পেরিয়ে গেলেও জনজীবন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বস্তি আনার মত কোন পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। অর্থনীতি কেন্দ্রিক কিছু সংস্কার আমরা লক্ষ্য করছি তবে এখন পর্যন্ত জনগণের জীবনে বা ব্যবসা-বাণিজ্যের অঙ্গনে স্বস্তি আনার মত কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২৯.০১.২০২৫ আসাদ)

আওয়ামী লীগের বিচার না হওয়া পর্যন্ত কর্মসূচি পালন করতে দেয়া হবে না: প্রধান উপদেষ্টার প্রেস

আগামী ফেব্রুয়ারিতে সংস্কার কার্যক্রমের রিপোর্টার ওপর ভিত্তি করেই নির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। বুধবার ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের এক ব্রিফিংয়ে তিনি এ তথ্য জানান। তিনি বলেন আওয়ামী লীগের বিচার না হওয়া পর্যন্ত তাদের কোন ধরনের কর্মসূচি পালন করতে দেয়া হবে না। প্রেস সচিব বলেন আওয়ামী লীগ জুলাই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত অথচ তাদের মধ্যে কোন অনুশোচনা নেই। দলটি যতদিন পর্যন্ত ক্ষমা না চাইবে গণহত্যার বিচার না হবে ততদিন পর্যন্ত তাদের কোন রাজনৈতিক কর্মকান্ড করার সুযোগ দেয়া হবে না। (রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ২৯.০১.২০২৫ আসাদ)

জাগো এফএম

সঞ্চয়পত্র থেকে বেশি মুনাফা পাবেন সরকারি কর্মচারীরা

টাকা জমা রেখে সঞ্চয়পত্র থেকেও বেশি মুনাফা পাওয়ার সুযোগ রয়েছে সরকারি কর্মচারীদের। তারা সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল, জিপিএফ এবং প্রদেয় ভবিষ্যৎ তহবিল সিপিএফ-এ টাকা জমা রেখে সঞ্চয়পত্রের থেকেও বেশি হারে মুনাফা পাবেন। এ দুই তহবিলে টাকা রেখে সর্বনিম্ন ১১ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ১৩ শতাংশ পর্যন্ত মুনাফা পাবেন সরকারি কর্মচারীরা। রাষ্ট্রপতির আদেশে বুধবার, ২৯শে জানুয়ারি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ থেকে জিপিএফ এবং সিপিএফের মুনাফার হার নির্ধারণ করে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এতে সই করেছেন উপ-সচিব মিতু মরিয়ম। সরকারের রাজস্ব খাত থেকে যারা বেতন পান তারা টাকা রাখেন জিপিএফে। আর যারা রাজস্ব খাতের বাইরে থেকে বেতন পান তারা রাখেন সিপিএফে। প্রজ্ঞাপনে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জিপিএফ মুনাফার হার ছক আকারে স্লাব অনুযায়ী নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মোট তিনটি স্লাব রাখা হয়েছে। তিন স্লাব মুনাফার হার নির্ধারণ করা হয়েছে ১১, ১২ ও ১৩ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরেও জিপিএফ এবং সিপিএফের মুনাফার হার ও স্লাব একই ছিলো।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৫ প্রতীক)

শিল্পে উৎপাদন খাতের অবদান কমে দাড়ালো ৮ দশমিক ৭৭ শতাংশ

২০২৪ সালে দেশে মোট অর্থনৈতিক ইউনিটের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক কোটি ১৮ লাখ ৭৭ হাজার ৩৬৪টিতে, যা ২০১৩ সালে ছিলো ৭৮ লাখ ১৮ হাজার ৫৬৫টি। এ হিসাবে ১১ বছরে অর্থনৈতিক ইউনিটের সংখ্যা ৪০ লাখ ৫৮ হাজার ৭৯৯টি বা ৫১ দশমিক ৯১ শতাংশ বেড়েছে। এর প্রভাবে শিল্প খাতের অবদান ১১ দশমিক ৫৪ শতাংশ থেকে কমে দাড়িয়েছে মাত্র ৮ দশমিক ৭৭ শতাংশে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বিবিএস-এর অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৪-এর প্রতিবেদনে এ চিত্র ফুটে উঠেছে। বুধবার, ২৯শে জানুয়ারি রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিবিএস সম্মেলনকক্ষে শুমারির প্রাথমিক ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা ও শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন অর্থনৈতিক সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের সভাপতি ড. কে এস মুর্শিদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিবিএসের মহাপরিচালক মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। বক্তব্য দেন প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালক এস এম শাকিল আখতার। বিবিএসের হিসাবে, ২০১২-১৩ অর্থবছরে দেশে উৎপাদন খাতে মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিলো এক লাখ ৯৭ হাজার ১২৭ কোটি টাকা। সর্বশেষ হিসাবে গত অর্থবছরে এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১১ লাখ ৩২ হাজার ৭৩৫ কোটি টাকায়। ১১ বছরে উৎপাদন খাতের মোট উৎপাদনমূল্য প্রায় ৫ দশমিক ৭৫ গুণ বেড়েছে। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৫ প্রতীক)

সায়মা ওয়াজেদ প্রতিষ্ঠিত সূচনা ফাউন্ডেশনের অস্তিত্ব পায়নি দুদক

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের প্রতিষ্ঠা করা সূচনা ফাউন্ডেশনের অফিস ঠিকানায় অভিযান চালাতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব খুঁজে পায়নি দুর্নীতি দমন কমিশন, দুদক। পরে সূচনা ফাউন্ডেশনের কর মওকুফসহ বিভিন্ন আর্থিক অনিয়মের নথি সংগ্রহ করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, এনবিআরে অভিযান পরিচালনা করে দুদক। বুধবার, ২৯শে জানুয়ারি সকালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সমাজসেবা অধিদফতরের দেওয়া সূচনা ফাউন্ডেশনের ধানমন্ডির অফিসের ঠিকানায় অভিযান চালাতে যায় দুদকের এনফোর্সমেন্ট টিম। সংস্থাটির উপ-পরিচালক আকতারুল ইসলাম এসব তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ঠিকানা অনুযায়ী সেখানে গিয়ে সূচনা ফাউন্ডেশনের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। সূচনা ফাউন্ডেশন নামের প্রতিষ্ঠান খুলে বিভিন্ন সামাজিক ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে জোরপূর্বক উপঢৌকন আদায় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য বিভাগের আওতায় অটিস্টিক সেল ব্যবহার করে ভুয়া প্রকল্পে রাষ্ট্রের বিপুল অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে অনুসন্ধান শুরু করে দুদক। সংস্থাটি বলছে, এনবিআরের ওপর অবৈধ প্রভাব খাটিয়ে ফাউন্ডেশনকে করমুক্ত করা ও মানুষকে জোর করে চাঁদা দিতে বাধ্য করে সূচনা ফাউন্ডেশন। দুদকের একজন সহকারী পরিচালকের নেতৃত্বে বুধবার সকালে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। সায়মা ওয়াজেদ পুতুল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক। এ পদ থেকে তার অপসারণ চেয়ে স্বাস্থ্য ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছে দুদক। মূলত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও মায়ের ক্ষমতার অপব্যবহার করে ঐ পদে পুতুলকে নিয়োগ দেওয়া হয় বলে মনে করে সংস্থাটি। এর আগে গত ১২ই জানুয়ারি রাজধানীর অদূরে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের নামে ১০ কাঠার সরকারি প্লট বেআইনিভাবে বরাদ্দের অভিযোগে পুতুল, তার মা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১৬ জনের নামে মামলা করে দুদক।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৫ প্রতীক)

টিকিট কারসাজির তথ্য পেলেই অভিযুক্ত কর্মীদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে : বিমানের এমডি

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে আগাম সিট বুকিং, টিকিট ব্লকিং শূন্যের কোঠায় বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এমডি ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিইও মো. সাফিকুর রহমান। তিনি বলেন, 'টিকেটিং নিয়ে কারসাজির বিষয়ে তথ্য পেলেই অভিযুক্তদের তাদের সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অভিযুক্তদের টিকেটিংয়ের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে অন্য বিভাগে পাঠানো হচ্ছে।' হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ব্যাগেজ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে তিনি বলেন, 'আমরা ব্যাগেজ ব্যবস্থাপনা আরও উন্নত করার চেষ্টা করছি। ব্যাগেজের বিষয়ে কোনো অভিযোগ এলে সঙ্গে সঙ্গে আমলে নিয়ে কাজ করি। তবে আমাদের অবকাঠামোগত কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আশা করি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের অপারেশন শুরু হলে ব্যাগেজ ব্যবস্থাপনা আরো ভালো হবে।' সাফিকুর রহমান বলেন, 'ব্যাগেজ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া স্বচ্ছ রাখতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিমানকর্মীদের গায়ে বডিওর্ন ক্যামেরা থাকে। ব্যাগেজ হ্যান্ডেলিংয়ের ডিউটিতে প্রবেশের সময় তারা ক্যামেরা লাগান। ডিউটি শেষে ফেরার সময় তারা ক্যামেরা ফেরত দেন। নজরদারি বাড়াতে নতুন আরো ১৫০টি ক্যামেরা কেনা হয়েছে।' বিমানের হজ ফ্লাইটের প্রস্তুতির বিষয়ে তিনি বলেন, 'বর্তমানে বিমানের বহরে যতগুলো এয়ারক্রাফট রয়েছে তা নিয়ে নির্বিঘ্নে শিডিউল ফ্লাইট পরিচালনা করা যাচ্ছে। তবে হজ মৌসুমে এয়ারক্রাফটের চাহিদা বেশি থাকবে। সেক্ষেত্রে দু-একটি রুটের ফ্লাইট সংখ্যা কমিয়ে সেই এয়ারক্রাফটগুলো দিয়ে হজ ফ্লাইট পরিচালনা করা হবে। আশা করছি বরাবরের মতো এবারও হাজিরা নির্বিঘ্নে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে চড়ে পবিত্র হজ পালন করবেন।' বিমানের ফ্লাইট ডিলে শূন্যের কোঠায় আনা, ক্রুসহ কর্মীদের আচার-ব্যবহার আরো নমনীয় করতে ও বিমানকে আরো যাত্রীবান্ধব করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে বলেও জানান বিমানের এমডি। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৫ প্রতীক)

সচিবালয় ভবনে ফায়ার সার্ভিসের অগ্নিনির্বাপণ অনুশীলন

সচিবালয়ের ৪ নম্বর ভবনে অগ্নিনির্বাপণের অনুশীলন করেছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদফতর। এ অনুশীলনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সিনিয়র সচিব, সচিবসহ বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। বুধবার, ২৯শে জানুয়ারি সচিবালয়ের ৪ নম্বর ভবনে কৃত্রিম ধোঁয়া সৃষ্টি করা হয় এবং আগুনের সাইরেন বাজানো হয় বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া সেলের ইন্সপেক্টর আনোয়ার হোসেন। সচিবালয়ের ৪ নম্বর ভবনে খাদ্য মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আইন-বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, উপ-পুলিশ কমিশনারের কার্যালয় এবং ইডেন ভবন গণপূর্ত উপবিভাগ ১ ও ২ এর কার্যালয় বিদ্যমান। ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া সেলের ইন্সপেক্টর আনোয়ার হোসেন জানান, এ সময় সচিবালয়ের সব কর্মকর্তা-কর্মচারী সুশৃঙ্খলভাবে ভবনের সিঁড়ি ব্যবহার করে নির্ধারিত অ্যাসেম্বলি পয়েন্টে ফ্লোর অনুযায়ী সারিবদ্ধভাবে দাড়ান। সবাই একত্রিত হলে একটি ড্রামে আগুন জ্বালিয়ে ফায়ার এক্সটিংগুইসার ব্যবহার করে আগুন নেভানোর পদ্ধতি দেখানো হয় এবং প্রতিটি ফ্লোর থেকে কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অনুশীলন করানো হয়। অনুশীলন শেষে ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ রেজাউল করিম এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এ এস এম সালেহ আহমেদ বক্তব্য দেন। সিনিয়র সচিব সালেহ আহমেদ ফায়ার সার্ভিসের কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানান এবং সবাইকে সচেতন হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'এ অনুশীলন

নিশ্চয় আমাদের সচেতন করবে এবং অগ্নিকাণ্ডে আমাদের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।' পর্যায়ক্রমে সচিবালয়ের প্রতিটি ভবনে অগ্নিনির্বাপণের অনুশীলন কার্যক্রম করা হবে।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৫ প্রতীক)

নারী ফুটবল দলকে উজ্জীবিত করতে উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার

প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেছেন, 'অন্তর্বর্তী সরকার খেলাধুলায় তারুণ্যের অংশগ্রহণকে উদ্বুদ্ধ করে, মেয়েদের অংশগ্রহণকে উদ্বুদ্ধ করে।' তিনি বলেন, 'নারী ফুটবল দল আমাদের গর্ব। তারা সাফ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তাদের কীভাবে উজ্জীবিত করা যায় সে ব্যাপারে সরকার নানা উদ্যোগ নিচ্ছে। বুধবার, ২৯শে জানুয়ারি রাজধানীর বেইলি রোডে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং আয়োজিত ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন। আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেন, 'সম্প্রতি সুইজারল্যান্ডের দাভোসে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আলাপকালে ফিফার প্রেসিডেন্ট আগামী মার্চ মাসে বাংলাদেশে আসবেন বলে কথা দিয়েছেন। বিশেষত বাংলাদেশের নারী ফুটবল দলকে উজ্জীবিত করতে তিনি আসবেন।' উপ-প্রেস সচিব বলেন, 'দেশে তারুণ্যের ক্রীড়া উৎসব চলছে। গত ডিসেম্বরের শেষ থেকে শুরু হওয়া এ উৎসব আগামী ১৯শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। তারুণ্যের এই উৎসব দেশের আনাচে-কানাচে উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা ও সেমিনার হচ্ছে। এ খেলাধুলায় ছেলে ও মেয়েরা অংশগ্রহণ করছে।' তিনি আরো বলেন, 'তারুণ্যের ক্রীড়া উৎসবের অংশ না হলেও দেশের দুটি এলাকায় মেয়েদের ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে কিছু সমস্যা হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে বিষয়টি খুবই গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছে এবং স্থানীয় প্রশাসনকে বিষয়টি খুব গুরুত্বের সঙ্গে দেখার জন্য বলা হয়েছে।' আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেন, 'বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনও স্থানীয় পর্যায়ের লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন এবং এ বিষয়ে কীভাবে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান তৈরি করা যায় সে বিষয়ে তারা সবাই কাজ করছেন।' উপ-প্রেস সচিব বলেন, 'আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাতব্য সংস্থা ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিদল প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করেছেন। তারা বাংলাদেশের নারী ফুটবলের উন্নয়নে বা নারী জাগরণে সহযোগিতা করবেন বলে জানিয়েছেন।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৫ প্রতীক)

আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড নীতিমালা চূড়ান্ত করার আশাবাদ ব্যক্ত

প্রধান উপদেষ্টার ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেছেন, 'আগামী এক থেকে দেড় সপ্তাহের মধ্যে প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড নীতিমালা চূড়ান্ত করার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। নীতিমালাটি চূড়ান্ত হলে নতুন করে অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড দেওয়া হবে। যতদিন পর্যন্ত নতুন কার্ড দেওয়া হচ্ছে না ততদিন পর্যন্ত বিদ্যমান কার্ডগুলোর কার্যকারিতা বহাল থাকবে।' বুধবার, ২৯শে জানুয়ারি রাজধানীর বেইলি রোডে ফরেন সার্ভিস একাডেমীতে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং আয়োজিত ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন তিনি। আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেন, 'গণমাধ্যমকর্মীদের প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড নীতিমালা প্রণয়নের জন্য সরকার উচ্চপর্যায়ের একটি কমিটি করে দিয়েছে। কমিটিতে সাংবাদিকদের বেশ কয়েকটি সংগঠনের প্রতিনিধি ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ কমিটির কাজ হচ্ছে বিদ্যমান প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন নীতিমালা রিভিউ করে কীভাবে সাংবাদিক বান্ধব ও তাদের কাজের জন্য আরও উপযুক্ত করে তোলা যায় সে বিষয়ে কিছু সিদ্ধান্ত নেয়। এ আলোকে সাংবাদিকদের প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড নীতিমালা পরিবর্তনের জন্য প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে কিছু প্রস্তাবনা রয়েছে। এ প্রস্তাবনাই চূড়ান্ত নয়। এগুলো সাংবাদিক নেতারাসহ উচ্চপর্যায়ের কমিটিতে আলোচনা হবে এবং সবার মতামতের ভিত্তিতে নীতিমালাটি চূড়ান্ত করা হবে। আগামী এক থেকে দেড় সপ্তাহের মধ্যে নীতিমালাটি চূড়ান্ত করা যাবে। নীতিমালাটি চূড়ান্ত হয়ে গেলে নতুন নীতিমালা অনুযায়ী করে আবার সবাইকে নতুন করে প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে।' ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেন, 'আমরা পর্যালোচনাকালে দেখেছি ২০২২ সালের প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড নীতিমালায় কার্ড পাওয়ার প্রথম শর্ত ছিলো সাংবাদিককে প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড দেওয়ার জন্য সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম প্রচার করতে হবে। এটি নীতিমালার প্রথমেই সন্নিবেশিত করা হয়েছিলো। সরকার এ শব্দগুচ্ছগুলো বাতিল করার সুপারিশ করেছে। কারণ এটি স্বাধীন সাংবাদিকতার পরিপন্থি কাজ।' তিনি বলেন, 'সাংবাদিকরা তথ্য সংগ্রহ করবে, তারা তাদের মত সাংবাদিকতা করবে, এতে সরকারের নিয়ন্ত্রণ মূলক কিছু থাকবে না।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৫ প্রতীক)

ব্যক্তির কারণে দলের স্বার্থ নষ্ট হলে ছাড় নয় : তারেক রহমান

কোনো নেতা-কর্মীর কর্মকাণ্ডের কারণে দলের ওপর থেকে মানুষের আস্থা নষ্ট হলে তাকে ছাড় দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বুধবার, ২৯শে জানুয়ারি বিকেলে যশোরে এক কর্মশালায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এ হুঁশিয়ারি দেন। এ সময় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে তারেক রহমান বলেন, 'জনগণ যদি আপনার পেছনে না থাকে, তাহলে আপনি কীসের নেতা। মানুষ আমাদের ওপর আস্থা রাখতে চাইছে। এই আস্থা নষ্ট করার জন্য যদি কেউ কোনো কাজ করে, তাহলে তাকে আমি টানবো না। এখানে দলকে স্বার্থপর হতেই হবে। কোনো ব্যক্তি, কর্মী বা নেতার কারণে যদি মানুষের আস্থা নষ্ট হয়, তাহলে আমরা তাকে নিজের করতে পারবো না।' তিনি আরো বলেন, 'আমরা বহু অত্যাচার-নির্যাতনের মধ্যদিয়ে আজকে এখানে এসে দাঁড়িয়েছি। কেউ নিজের স্বার্থের

জন্য দলের স্বার্থ নষ্ট করলে তাকে আমাদের পক্ষে টানা সম্ভব নয়। কেউ কেউ বলে যে, যারা অপরাধ করেছে, ভুল করেছে তাদের সঙ্গে দলের সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। এতে কি হবে? কী হবে সেটা পরের বিষয়। কিন্তু আমার অবস্থান পরিষ্কার, সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছি। যখন যেটা জানবো ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। আমাদের অবস্থান পরিষ্কার করছি।' দলের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আরও বলেন, কেউ যদি বলে, 'আপনি দল থেকে বের করে দিলেন, এতে কি হবে? সমাজে ভালো-মন্দ সব ধরনের মানুষ আছে। আমরা খারাপ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাই না। অন্তত এ বিষয়ে আমরা পরিষ্কার। মুখে বলবো একটা, কাজে করবো আরেকটা, তা হবে না। আমরা যা মুখে বলছি, তা কাজে প্রমাণ করার চেষ্টা করবো। তার প্রতিফলন থাকবে।' যশোর জেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক নার্গিস বেগমের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ইসমাইল জাবিউল্লাহ, প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক এ বি এম মোশারফ হোসেন, সহ-প্রশিক্ষণ সম্পাদক রেহানা আক্তার রানু, কেন্দ্রীয় মিডিয়া সেলের সদস্য মাহমুদা হাবীবা, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ফজলুর রহমান খোকন প্রমুখ। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৫ প্রতীক)

তিতুমীর কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবিতে আমরণ অনশনে শিক্ষার্থীরা

সরকারি তিতুমীর কলেজকে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করার দাবিতে আমরণ অনশনে বসেছেন কলেজের একদল শিক্ষার্থী। বুধবার, ২৯শে জানুয়ারি বিকেল ৫টার পর থেকে কলেজটির মূল ফটকের সামনে তিতুমীর বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবিতে আমরণ অনশন ব্যানারে তারা এ অনশন শুরু করেন। এ সময় তারা সাত দফা দাবি জানান। তিতুমীর ঐক্যের দাবিগুলো হল, তিতুমীর বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ, তিতুমীর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গঠন করে ২০২৪-২৫ সেশনের ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করা, শতভাগ শিক্ষার্থীর আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ বা অনতিবিলম্বে শতভাগ শিক্ষার্থীর আবাসিক খরচ বহন ও ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে আইন ও সাংবাদিকতা বিষয় চালু করতে হবে। তা ছাড়া একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন পিএইচডিধারী শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে শিক্ষার গুণগতমান শতভাগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আসনসংখ্যা সীমিতকরণ ও আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাগার নির্মাণের লক্ষ্যে জমি ও আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ। অনশনে অংশ নেওয়া কলেজের গণিত বিভাগের শিক্ষার্থী এফ রায়হান বলেন, 'তিতুমীর ঐক্যের ডাকে তিতুমীর বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবিতে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে নিজ দায়িত্বে আমি আমরণ অনশনে যোগ দিয়েছি। তিতুমীর কলেজের ৩৫ হাজার শিক্ষার্থীর অধিকার নিশ্চিত করা ও ঢাকা উত্তরে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ আন্দোলন আজ সময়ের দাবি।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৫ প্রতীক)

বঙ্গোপসাগরে সফল মিসাইল উৎক্ষেপণ করলো নৌবাহিনী

বঙ্গোপসাগরে সফল মিসাইল উৎক্ষেপণের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বার্ষিক সমুদ্র মহড়া 'এক্সারসাইজ সেফগার্ড' শেষ হয়েছে। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আজ বুধবার (২৯ জানুয়ারি) সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধান নৌবাহিনী যুদ্ধজাহাজে আরোহণ করে সমাপনী দিবসের মহড়া প্রত্যক্ষ করেন। এর আগে বাহিনী প্রধান জাহাজে এসে পৌঁছালে কমান্ডার বিএন ফ্লিট তাদের স্বাগত জানান। এ সময় নৌবাহিনীর একটি সুসজ্জিত দল তাদের গার্ড অব অনার প্রদান করে।

আইএসপিআর জানায়, বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার সুরক্ষা ও সংকটকালে সংশ্লিষ্ট সামুদ্রিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে সমন্বয় নিশ্চিত করার মাধ্যমে জলসীমার সার্বভৌমত্ব ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও সামুদ্রিক এ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়ায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ফ্রিগেট, করভেট, ওপিভি, মাইন সুইপার, পেট্রোল ক্রাফট, মিসাইল বোটসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জাহাজ, নৌবাহিনীর মেরিটাইম পেট্রোল এয়ার ক্রাফট ও হেলিকপ্টার এবং বিশেষায়িত ফোর্স সোয়াড প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও বাংলাদেশ সেনা ও বিমান বাহিনী, কোস্ট গার্ডসহ সংশ্লিষ্ট মেরিটাইম সংস্থা এ মহড়ায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। নৌ সদস্যদের পেশাগত উৎকর্ষ অর্জনে তিনটি ধাপে অনুষ্ঠিত এ মহড়ার উল্লেখযোগ্য দিকের মধ্যে রয়েছে নৌবহরের বিভিন্ন কলাকৌশল অনুশীলন, সমুদ্র এলাকায় পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান, লজিস্টিকস অপারেশন, উপকূলীয় এলাকায় অবস্থিত নৌ স্থাপনাসমূহের প্রতিরক্ষা মহড়া প্রভৃতি। শেষ দিনে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ থেকে মিসাইল উৎক্ষেপণ, বিমান বিধ্বংসী গোলাবর্ষণ, সাবমেরিন বিধ্বংসী রকেট ডেপথ চার্জ নিক্ষেপ, ভিবিএসএস, নৌকমান্ডো মহড়া ও নৌযুদ্ধের বিভিন্ন কলাকৌশল অনুশীলন করা হয়। মহড়ার সফল সমাপ্তির পর সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনী প্রধান চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চলের সকল কর্মকর্তা ও নাবিকদের উদ্দেশ্যে মূল্যবান দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। বক্তব্যে তারা সফল মহড়ার জন্য নৌসদস্যদের অভিনন্দন জানান এবং নৌসদস্যদের দেশাত্মবোধ, পেশাগত মান, দক্ষতা ও কর্মনিষ্ঠার ভূঁয়সী প্রশংসা করেন। চূড়ান্ত পর্বে সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনী প্রধান উপস্থিত থেকে মহড়াকে আরও তাৎপর্যময় করে তোলায় নৌবাহিনী প্রধান তাদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৫ নারগীস)

ভারত থেকে এলো আরও পাঁচ টন ডাল

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে আরও পাঁচ টন ডাল আমদানি করা হয়েছে। প্রতি কেজিতে আমদানি খরচ পড়েছে ১০৯ টাকা। বুধবার (২৯ জানুয়ারি) বিকেলে ভারতীয় একটি ট্রাকে করে এসব ডাল বাংলাদেশে প্রবেশ করে। পরে বন্দর এলাকায় নামিয়ে রাখা হয়। এর আগে সোমবার (২৭ জানুয়ারি) প্রথমবারের মতো পাঁচ টন ডাল আমদানি করা হয়। রমজানকে সামনে রেখে ডাল আমদানি করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। বাজারে ভালো দর পাওয়া গেলে ও চাহিদা থাকলে নিয়মিত ডাল আমদানির আশা করা হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য পণ্যও আনার চিন্তা করছেন ব্যবসায়ীরা। এর আগে ৬ জানুয়ারি ভারত থেকে পাঁচ টন জিরা আসে, যা চলতি অর্থবছরে প্রথমবারের মতো আমদানির ঘটনা। সূত্র জানায়, ঢাকার আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান এশিয়া ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল টনপ্রতি ৯০০ ডলারে এসব ডাল আমদানি করেছে। সিঅ্যান্ডএফ ছিল আখাউড়ার মেসার্স আদনান ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল। মেসার্স আদনান ট্রেড ইন্টারন্যাশনালের স্বত্বাধিকারী মো. আক্তার হোসেন জানান, দুই দফায় ত্রিপুরার স্থানীয় বাজার থেকে ডাল আমদানি করা হয়েছে। রমজানকে সামনে রেখে ডালসহ আরও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানির পরিকল্পনা রয়েছে।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৫ নারগীস)

আওয়ামী লীগকে ক্ষমা চেয়ে ক্লিন নেতৃত্বে আসতে হবেঃ প্রেস সচিব

আওয়ামী লীগের কেউ অনুতপ্ত হয়ে পরিচ্ছন্ন বা ক্লিন নেতৃত্ব নিয়ে রাজনীতিতে ফেরার কথা বলেনি বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। রাজনীতিতে ফিরতে হলে আওয়ামী লীগকে ক্ষমা চাইতে হবে এবং ক্লিন নেতৃত্ব নিয়ে আসতে হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। শফিউল আলম বলেন, আওয়ামী লীগের যারা ক্লিন আছেন, যারা হত্যাকাণ্ডে জড়িত নন, তারা কি অনুতপ্ত হয়েছেন, তারা কি বলেছেন- আমরা অনুতপ্ত। তারা কি বলেছেন- আমাদের পার্টি এ কাজটা করেছে এজন্য আমরা অনুতপ্ত ফিল করছি, আমরা ক্ষমা চাই। বুধবার (২৯ জানুয়ারি) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে ফেরার বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

অন্তর্বর্তী সরকারের পদত্যাগের দাবিসহ ফেব্রুয়ারি মাসে বেশ কিছু কর্মসূচি ঘোষণা করেছে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ। যার মধ্যে বিক্ষোভ সমাবেশ, অবরোধ ও হরতালের মতো কর্মসূচি রয়েছে। আওয়ামী লীগের কর্মসূচির বিষয়ে সরকার কী ভাবছে, এমন প্রশ্নের জবাবে প্রেস সচিব বলেন, আওয়ামী লীগের বিষয়ে সরকারের অবস্থান খুব স্পষ্ট। আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্ব জুলাই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু তাদের কোনো অনুশোচনা নেই। আমাদের স্পষ্ট অবস্থান, তাদের আগে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। সারাদেশে আওয়ামী লীগের অসংখ্য নেতাকর্মী রয়েছেন, যারা জুলাই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত নন। অনেকে ক্লিন ইমেজ রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও অন্য মন্ত্রীবর্গ যারা হত্যাকাণ্ডে জড়িত তাদের জন্য কেন অন্যরা রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করতে পারবেন না- এসব বিষয়ে সাংবাদিকরা দৃষ্টি আকর্ষণ করলে শফিউল আলম বলেন, ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগকে কোনো কর্মসূচি পালন করতে দেওয়া হবে না। আওয়ামী লীগ তো কারও একক সম্পদ না- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দলের কেউ অনুতপ্ত হয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বকে মানি না, ক্লিন নেতৃত্ব চাই এমন কথা বলেননি। আওয়ামী লীগের যারা ক্লিন ইমেজে রয়েছেন তারাও এখন পর্যন্ত ক্ষমা চাননি। বরং তাদের অনেকে মিথ্যা কথা বলছেন। 'আওয়ামী লীগ ৭১ জন শিশুকে হত্যা করেছে। হেলিকপ্টার থেকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে'- যোগ করেন শফিকুল আলম। প্রেস সচিব বলেন, যতদিন হত্যাকারীদের বিচারের আওতায় আনা হয়, যতদিন ভালোভাবে ক্ষমা না চাইবে এবং যতদিন দলে ক্লিন লিডারশিপ না আসবে ততোদিন তাদের কোনো কর্মসূচি পালন করতে দেওয়া হবে না।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৫ নারগীস)

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিতর্কিত লেখা নিয়ে 'ছাত্র সংবাদের' দুঃখ প্রকাশ

'ছাত্র সংবাদ' ডিসেম্বর ২০২৪ সংখ্যায় 'যুগে যুগে স্বৈরাচার ও তাদের করুণ পরিণতি' শিরোনামে প্রকাশিত একটি লেখার কয়েকটি লাইন নিয়ে সম্প্রতি বিতর্ক তৈরি হওয়ায় লেখাটি অনলাইন ও সব প্রিন্ট কপিও প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে প্রকাশিত এ লেখার জন্য সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। বুধবার (২৯ জানুয়ারি) রাতে ফেসবুক পোস্টে দুঃখ প্রকাশ করে নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করে 'ছাত্র সংবাদ'। এতে বলা হয়, ঐতিহ্যগতভাবে 'ছাত্র সংবাদ' মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিভিন্ন লেখকের লেখা প্রকাশ করে। পত্রিকাটি মহান স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস নিয়ে বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশ করছে দীর্ঘদিন ধরে। এরই ধারাহিকতায় গত ডিসেম্বর ২০২৪ সংখ্যায় মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বেশ কয়েকটি লেখা প্রকাশ করে। তবে ঐ সংখ্যায় সম্পাদকমণ্ডলীর অসতর্কতাবশত 'যুগে যুগে স্বৈরাচার ও তাদের করুণ পরিণতি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিতর্কিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত কয়েকটি লাইন প্রকাশ হয়।

এ বিষয়ে 'ছাত্র সংবাদ'র পরিষ্কার বক্তব্য হচ্ছে- মহান মুক্তিযুদ্ধকে বিতর্কিত করে, এমন একটি অনাকাঙ্ক্ষিত প্রবন্ধ প্রকাশে 'ছাত্র সংবাদ' আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছে এবং বিতর্কিত এ প্রবন্ধটি অনলাইন থেকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। সেইসঙ্গে ২০২৪ এর ডিসেম্বর সংখ্যার সব প্রিন্ট কপিও প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সম্পর্কে 'ছাত্র সংবাদ' দ্ব্যর্থহীনভাবে জানাচ্ছে যে, মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ছাত্রশিবির সবসময় শ্রদ্ধাশীল। ১৯৭৭ সালে

প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় সব গণআন্দোলনে ছাত্রশিবির সবচেয়ে বেশি রক্ত দিয়েছে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ছাত্রশিবির অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করছে এবং আগামীতেও তা অব্যাহত রাখবে ইনশাআল্লাহ। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৫ নারগীস)

কথা বলার অধিকার ক্ষুণ্ন করে এমন কোনো আইন করবে না সরকার

জনগণের কিংবা কারও কথা বলার অধিকার ক্ষুণ্ন করে এমন কোনো আইন করবে না অন্তর্বর্তী সরকার। আজ (বুধবার) রাজধানীর বেইলি রোডে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং আয়োজিত ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন। শফিকুল আলম বলেন, আগের সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্টটি বাতিল করার ফলে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এ সুযোগে অনলাইনকে ব্যবহার করে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী টার্গেট করে বুলিং করা হয়। এ কারণে সরকার দ্রুত আইন করতে চেয়েছে। অনেকেই অনেক কথা বলছে। তাদের কথা ও মতামতের প্রতি সরকার শ্রদ্ধাশীল। বিভিন্ন দেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনা ও বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে আইনটি করা হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৫ নারগীস)

নতুন নীতিমালা প্রণয়নের পর ৭ সাংবাদিকের রিভিউ আবেদন বিবেচনা

দেশের শীর্ষ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার একাধিক সম্পাদক ও শীর্ষস্থানীয় ১৬৭ সাংবাদিকের অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিল করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। তাদের মধ্যে ৭ জন কার্ড ফিরে পেতে রিভিউ আবেদন করেছেন। সরকার নতুন অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড নীতিমালা প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু করায় সহসাই তাদের আবেদন রিভিউ করা যাচ্ছে না। প্রধান উপদেষ্টার ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি আবুল কালাম আজাদ মজুমদার জানান, নতুন নীতিমালা প্রণয়নের পর ৭ সাংবাদিকের রিভিউ আবেদন বিবেচনা করা হবে। আজ (বুধবার) রাজধানীর বেইলি রোডে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং আয়োজিত ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন। আগামী এক থেকে দেড় সপ্তাহের মধ্যে প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড নীতিমালা চূড়ান্ত করারও আশাবাদ ব্যক্ত করেন আজাদ মজুমদার। সরকারের পক্ষ থেকে অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড নীতিমালা প্রণয়নের জন্য কতিপয় সুপারিশ করা হয়েছে। নীতিমালা প্রণয়নে সাংবাদিক নেতৃবৃন্দসহ গঠিত উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি ও সরকারের সুপারিশমালার ভিত্তিতে চূড়ান্ত নীতিমালা হবে, বলেন তিনি।(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৫ নারগীস)

বিটিআরসির অভিযানে বন্ধ হচ্ছে লাইসেন্সবিহীন অবৈধ জিপিএস সার্ভার

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) সম্প্রতি অবৈধ জিপিএস ট্র্যাকিং পরিষেবা দেওয়া প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে। ফলে বিপাকে পড়েছেন লাখো জিপিএস ব্যবহারকারী। জানা যায়, লাইসেন্স নেই এমন যানবাহন ট্র্যাকিং পরিষেবা (ভিটিএস) কোম্পানির সার্ভার বন্ধ করে দিচ্ছে বিটিআরসি। সম্প্রতি বিটিআরসি কোনো অনুমোদন বা লাইসেন্স ছাড়াই ব্যবসা পরিচালনা করার অভিযোগে মটোলক, ট্যাসলক ও সিনোট্র্যাক—এ তিনটি কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে এবং এসব প্রতিষ্ঠানের সার্ভার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গত বছর রাজধানীতে মটোলক জিপিএস ট্র্যাকার, ট্যাসলক জিপিএস ট্র্যাকার, রিমোট এবং ফ্রিকোয়েন্সি ডিভাইস অবৈধভাবে বিক্রি করার অপরাধে র‍্যাব তিনজনকে গ্রেফতার করে। সেসময় এ অবৈধ ভিটিএস কোম্পানিগুলোকে সতর্ক করা হয়েছিল।

সাম্প্রতিক সময়ে পরিচালিত বিভিন্ন অভিযানে বিটিআরসি কমপক্ষে ৩৬টি লিংক, আইপি অ্যাড্রেস ও সার্ভার ব্লক করেছে। তাছাড়া সব আইআইজি, আইএসপি এবং টেলিকম অপারেটরদের এ সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কীভাবে অনুমোদন ছাড়াই বিপুল পরিমাণ সিম কার্ড ক্রয় করা হয়, সে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বিটিআরসি। অবৈধ কোম্পানিগুলোর সার্ভার বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে এসব প্রতিষ্ঠানের পরিষেবা গ্রহণকারী হাজার হাজার জিপিএস ব্যবহারকারীরা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন ট্যাসলক, মোটোলক, সিনোট্র্যাক এবং অন্যান্য অবৈধ অপারেটরদের সেবা গ্রহণকারী গ্রাহকরা। তাছাড়া দেশে অবৈধ জিপিএস পরিষেবার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রক সংস্থা সম্প্রতি চারটি ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং পরিষেবা (ভিটিএস) কোম্পানির লাইসেন্স বাতিল করেছে। খাত-সংশ্লিষ্টরা এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থা ব্যবহারকারীদের অনুমোদিত বা বৈধ ভিটিএস কোম্পানিগুলো থেকে অনুরূপ পরিষেবা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন। এর অন্যতম কারণ হলো, অবৈধ পরিষেবা প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে বিটিআরসির অভিযান অব্যাহত থাকবে। ফলে যেকোনো সময় সেসব অবৈধ অপারেটরদের সার্ভার ব্লক হয়ে যেতে পারে।

এদিকে, ভেহিকেল ট্র্যাকিং সার্ভিস প্রোভাইডার অ্যাসোসিয়েশনস অব বাংলাদেশের (ভিটিএসপিএবি) মুখপাত্ররা এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তারা মনে করেন, সাম্প্রতিক এ অভিযান বৈধ কোম্পানিগুলোকে উৎসাহিত করবে এবং গ্রাহকদের অনুমোদিত যানবাহন ট্র্যাকিং পরিষেবা গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করবে। বন্ডস্টাইন টেকনোলজিস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মীর শাহরুখ ইসলাম বলেন, আমি মনে করি, বিটিআরসির এ সিদ্ধান্ত সময়োপযোগী এবং বাংলাদেশের প্রযুক্তিখাতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এটি লাইসেন্সধারী বৈধ ভিটিএস ব্যবসায়ীদের উদ্বুদ্ধ করবে, যা দেশের প্রযুক্তি ইকোসিস্টেমে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবে। এ উদ্যোগ বাংলাদেশের সরকারের রাজস্ব আহরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, যা অর্থনীতিকে আরও সমৃদ্ধ করবে।(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৫ নারগীস)

ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ঐকমত্যে পৌঁছানোর আশা প্রধান উপদেষ্টার

জুলাই ঘোষণাপত্রের ব্যাপারে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে রাজনৈতিকভাবে ঐকমত্যে পৌঁছানোর ব্যাপারে আশা করছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। সম্প্রতি সুইজারল্যান্ডের দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ) সম্মেলনে জুলাই সনদ চূড়ান্তকরণ প্রসঙ্গে বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপকালে এমনটি বলেছেন। ২৯ জানুয়ারি (বুধবার) রাজধানীর বেইলি রোডে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং আয়োজিত ব্রিফিংয়ে জুলাই সনদ ঘোষণার ব্যাপারে সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে একজন গণমাধ্যমকর্মী জানতে চাইলে তিনি এ কথা বলেন। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্বদানকারী সংগঠন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও তাদের সমর্থনপুষ্ট জাতীয় নাগরিক কমিটি ৩১ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জুলাই সনদ ঘোষণা করা হবে বলে ঘোষণা দেয়।

পরবর্তী সময়ে অন্তর্বর্তী সরকার নিজেরাই জুলাই সনদ ঘোষণাপত্র তৈরির বিষয়ে পদক্ষেপ নেবে বলে জানালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নেতারা সরকারকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেয়। পরবর্তী সময়ে ১৬ জানুয়ারি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে নিয়ে সর্বদলীয় সংলাপের আয়োজন করে। বিভিন্ন দল তাদের মতামত ব্যক্ত করে। অতঃপর জুলাই ঘোষণাপত্র প্রণয়নে গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া রাজনৈতিক দলসহ সব অংশীজনের মতামত আহ্বান করেছে সরকার। সেখানে বলা হয়, আগামী ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বরাবর চিঠি পাঠানো যাবে। রাজনৈতিক দলসহ সব অংশীজন চিঠিতে তাদের সুচিন্তিত অভিমত জানাতে পারবেন। ব্রিফিংয়ে গণমাধ্যমকর্মীরা জানতে চাইলে ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেন, ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে ঐকমত্যে পৌঁছানোর ব্যাপারে আশা করছে সরকার।(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৫ নারগীস)

বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বাড়াতে রাষ্ট্রপতির আহ্বান

বাংলাদেশ থেকে ওষুধ, তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, সিরামিকস ও পাটজাত পণ্যসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানের পণ্যের আমদানি এবং বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বাড়াতে কাজ করার জন্য লাওসের রাষ্ট্রদূত এবং জাম্বিয়া, কেনিয়া ও সাইপ্রাসের হাইকমিশনারদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। ২৯ জানুয়ারি (বুধবার) বাংলাদেশে নবনিযুক্ত লাওসের অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত এবং জাম্বিয়া, কেনিয়া ও সাইপ্রাসের অনাবাসিক হাইকমিশনাররা রাষ্ট্রপতির কাছে পরিচয়পত্র পেশকালে তিনি এ আহ্বান জানান। রাষ্ট্রপতির প্রেস উইং সূত্র এ তথ্য জানায়। সকালে বঙ্গভবনে পৌঁছালে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের একটি চৌকস দল রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারদের গার্ড অব অনার প্রদান করে।

প্রথমে লাওসের রাষ্ট্রদূত বাওমি ভ্যানমানি পরিচয়পত্র পেশ করেন। এরপর কেনিয়ার হাইকমিশনার মুনিরি পিটার মাইনা, পরে জাম্বিয়ার নবনিযুক্ত হাইকমিশনার পার্সি চান্দা এবং সবশেষে সাইপ্রাসের নবনিযুক্ত হাইকমিশনার এভাগোরাস রায়োনাইডিস রাষ্ট্রপতির কাছে পরিচয়পত্র পেশ করেন। নতুন রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারদের স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেন, বিশ্বের সব দেশের সঙ্গেই দ্বিপাক্ষিক ও পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেয় বাংলাদেশ। পারস্পরিক সহাবস্থান ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সংকল্পবদ্ধ উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের অংশ হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সুনামের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে বিরাজমান বাণিজ্য ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশের উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি কেনিয়া, সাইপ্রাস, জাম্বিয়া ও লাওসের বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানান। এসময় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক জোরদার করতে রাষ্ট্রপতি দ্বিপাক্ষিক সরকারি ও বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদলের সফর বিনিময়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশসহ বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলো মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা ও টেকসই উন্নয়নে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও গ্রিন টেকনোলজিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান। সাক্ষাৎকালে হাইকমিশনার ও রাষ্ট্রদূতরা বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং নিজ নিজ দেশের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করবেন বলে জানান। তারা দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতির সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতির কার্যালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ৩০.০১.২০২৫ নারগীস)

BBC

PLANE CRASH IN SOUTH SUDAN KILLS AT LEAST 20 PEOPLE

At least 20 people have been killed in a plane crash in the north of South Sudan, Unity state's minister for information said. The aircraft came down near the oil fields in Unity state about 10:30am shortly after taking off for the capital, Juba, on Wednesday. "The plane crashed 500 metres from the airport... 21 people were on board. As for now, there's only one survivor," Gatwech Bipal Both told AFP news agency. The survivor, a South Sudanese engineer working at the oil field, was taken to Bentiu State hospital, the minister said.

(BBC Web Page: 29/01/25, FARUK)

RUSSIA TIGHT-LIPPED ON SYRIAN DEMAND OF AL-ASSAD FOR MILITARY BASES

Russia has declined to comment on reports that Syria has demanded the return of Bashar al-Assad in return for allowing Moscow to maintain its military bases in the Middle Eastern country. Kremlin spokesman Dmitry Peskov offered no response on Wednesday when asked by reporters about the claim. A high-level Russian delegation was in Syria the previous day for talks with the country's new de facto leader, Ahmed al-Sharaa. Al-Assad, a key Russian ally in the Middle East, fled to Moscow in December after being ousted in a lightning rebel offensive led by al-Sharaa. (BBC Web Page: 29/01/25, FARUK)

REBELS EDGING CLOSER TO TAKING KEY DR CONGO CITY

Rebels appear to be edging closer to taking control of the key city of Goma in the east of the Democratic Republic of Congo following reports that they had captured its airport. The Congolese government has insisted that it is still in charge as fighting in parts of the city continues. Warehouses with food and medical supplies have been looted, aid agencies say. The clashes between M23 rebels and the army and its allies have left hospitals overwhelmed by casualties and bodies lying on the streets, according to the UN.

(BBC Web Page: 29/01/25, FARUK)

AUSTRALIAN FEARED DEAD IN CAPTIVITY IS STILL ALIVE: RUSSIA

The Australian government has been told by Moscow that one of its citizens in Russian captivity is still alive. Oskar Jenkins, a 32-year-old teacher, was captured last year while fighting for Ukraine. "The Australian government has received confirmation from Russia that Oskar Jenkins is alive and in custody," Foreign Minister Penny Wong said in a statement on Wednesday. Earlier,there were reports that Mr Jenkins had been killed while in captivity, with the Australian government citing "grave concerns" for his welfare.

(BBC Web Page: 29/01/25, FARUK)

ISRAEL'S NETANYAHU INVITED TO MEET TRUMP AT WHITE HOUSE NEXT WEEK

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu will meet US President Donald Trump at the White House next week. Netanyahu's office said the visit would take place on 4 February and that he was the first foreign leader to be invited to the White House during Trump's second term. A White House official confirmed there would be a meeting early next week, but said the date and time had yet to be finalized, according to the BBC's US partner CBS News. Speaking to reporters on Monday, Trump said Netanyahu would be travelling to Washington to meet him "very soon", without giving a specific date.

(BBC Web Page: 29/01/25, FARUK

UKRAINIAN DRONE STRIKE HITS SECOND RUSSIAN OIL REFINERY IN A WEEK

Ukraine says its forces successfully hit an oil refinery in the Russian town of Kstovo, around 800 kilometres from the front lines in eastern Ukraine. Four drones hit a Lukoli company depot, Ukrainian media said, adding that the facility suffered significant damage. Videos posted on social media showed large flames rising over an industrial facility. Regional governor Gleb Nikitin said that drone debris had fallen over the industrial zone, and that no casualties had been reported at the scene. The strike on Kstovo, Smolensk and Belgorod were part of a larger overnight attack, in which Russia said it brought down more than 100 Ukrainian drones and which led the airports of St. Petersburg and Kazan to suspend operations overnight. (BBC Web Page: 29/01/25, FARUK)

DANISH PM IN WHIRLWIND EU TRIP AS GREENLAND UNEASE GROWS

Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen visited three European capitals on Tuesday, days after US President Donald Trump reiterated his interest in acquiring Greenland. Over the space of a day, Frederiksen met with German Chancellor Olaf Scholz in Berlin, French President Emmanuel Macron in Paris and NATO leader Mark Rutte in Brussels. Although the leaders were said to have discussed issues including Ukraine and hybrid Russian attacks in the Baltic Sea, the Danish PM's whirlwind trip betrayed the nervousness felt in Denmark over Trump's repeated comments. The Arctic island of Greenland is an autonomous Danish dependent territory. (BBC Web Page: 29/01/25, FARUK)

DEADLY CROWD CRUSH AT INDIA'S MAHAKUMBH MELA

Several people have been killed with many more injured after a deadly crowd crush at the world's largest religious gathering at the Mahakumbh Mela in northern India's Prayagraj city. Yogi Adtyanath, chief minister of Uttar Pradesh, the state in which Prayagraj is located, said

on Wednesday morning that the crush occurred after pilgrims rushed to participate in an early morning bathing ritual, jumping over barricades aimed at controlling crowds during the event. Near the river, pilgrim Renu Devi, 48, told the AFP news agency that they were sitting near a barricade during the incident, and the "entire crowd fell on top of me, trampling me as it moved forward". According to Adtyanath, by 8am local time on Wednesday, about 30 million people had taken a holy dip. (BBC Web Page: 29/01/25, FARUK)

NIGER, MALI AND BURKINA FASO OFFICIALLY QUIT ECOWAS

The military governments of Niger, Mali and Burkina Faso have withdrawn from the Economic Community of West African States (ECOWAS). The formal withdrawal was announced by the Niger-based regional bloc in a statement on Wednesday. Amid a series of coups, struggles with Muslim armed groups, and competition between Russia and the West for influence in the region, ECOWAS has become a target for the three nations. The culmination of a yearlong process, the trio's exit "has become effective today", ECOWAS said. They first announced their intention to quit in January 2024 after the bloc demanded the restoration of democratic rule in Niger following a military coup. In the statement, the bloc said it tried to avert its unprecedented disintegration and stressed that it would "keep ECOWAS doors open" in the spirit of "regional solidarity".
(BBC Web Page: 29/01/25, FARUK)

PALESTINIANS KILLED AS ISRAELI ARMY EXPANDS DEADLY RAIDS IN W. BANK

At least two Palestinians have been killed by Israeli forces as they expanded their deadly raids across the occupied West Bank. The Palestinian Health Ministry said that 25-year-old Osama Abu al-Hija was killed late on Tuesday in Jenin "as a result of an Israeli air strike". Wafa news agency reported that Ayman Fadi Qasim Naji, 23, was killed after being wounded in the attack by Israeli forces in the suburb of Irtah. The report said Israeli forces detained him late on Tuesday and later handed over his body to the Red Crescent. Residents reported heavy gunfire as Israeli forces surrounded several houses in the area and deployed reinforcements during the operation, adding that Naji was wounded in the gunfire. (BBC Web Page: 29/01/25, FARUK)

:: The End ::